পাতাবাহার

বাংলা । পঞ্চম শ্রেণি

সত্যমেব জয়তে

বিদ্যালয়-শিক্ষা-দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
ষষ্ঠ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বই প্রকাশিত হলো। মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' তৈরি করেন যে কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলিকে সমীক্ষা এবং পুনর্বিবেচনা করার। সেই কমিটির সুপারিশ মেনে বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ -এই নথিদুটিকে অনুসরণ করে নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ করা হয়েছে। সেই কারণেই প্রতিটি বই একটি বিশেষ ভাবমূল (Theme)-কে কেন্দ্রে রেখে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথাগত অনুশীলনীর বদলে হাতে-কলমে কাজ (Activity) -এর ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বইটিকে শিশুকেন্দ্রিক এবং মনোগ্রাহী করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে বইটি কীভাবে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ বইটি প্রস্তুত করতে প্রভূত শ্রম অর্পণ করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত পাঠ্যবই প্রকাশ করে সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করে। এই প্রকল্প রূপায়ণে নানাভাবে সহায়তা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী মানুষের মতামত আর পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি আমাদের পরিচালনায় আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছি।

প্রতিটি শ্রেণির 'বাংলা' বইয়েরই কেন্দ্রে রয়েছে একটি বিশেষ ভাবমূল (Theme)। পঞ্চম শ্রেণির 'বাংলা' বইয়ের কেন্দ্রীয় ভাবমূল 'রূপময় প্রকৃতি ও কল্পনা'। বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় সামর্থ্য অর্জনের দিকটিকে যেমন আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছি, তার সঙ্গে কৃত্যালি-নির্ভর অনুশীলন, সংগীত, ছবি আঁকা, অভিনয়, হাতের কাজ, ব্রতচারী প্রভৃতি আনন্দময় উপকরণকেও সংযোজিত করা হয়েছে। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, '...বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। ... আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ফললাভ করে।' আমরা এই বক্তব্যকে মান্য করে বইটি প্রস্তুত করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রাথমিক স্তরের বাংলা বইগুলি 'পাতাবাহার' পর্যায়ের অন্তর্গত। বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭
বিকাশ ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়

সুদক্ষিণা ঘোষ রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু

সহযোগিতা

শুভময় সরকার চিরঞ্জীব সরকার শ্রীময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপা বিশ্বাস মীনাক্ষী চৌধুরী মণিকণা মুখোপাধ্যায়

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

এ.কে. জালালউদ্দিন

অরুণ কুমার ঘোষ

বিদ্যুৎ বরণ চৌধুরী

সুব্রত মাজী

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

সূচিপত্র

এক

গল্পবুড়ো
সুনির্মল বসু
পৃষ্ঠা—১

দুই

বুনো হাঁস
লীলা মজুমদার
পৃষ্ঠা—৬

তিন

দারোগাবাবু এবং হাবু
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
পৃষ্ঠা—১১

চার

এতোয়া মুন্ডার কাহিনি
মহাশ্বেতা দেবী
পৃষ্ঠা—১৬

পাঁচ

পাখির কাছে, ফুলের কাছে
আল মাহমুদ
পৃষ্ঠা—২৬

গান

ওরে গৃহবাসী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পৃষ্ঠা—২৯

ছয়

বিমলার অভিমান
নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
পৃষ্ঠা—৩০

সাত

ছেলেবেলা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পৃষ্ঠা—৩৫

আট

মাঠ মানে ছুট

কার্তিক ঘোষ

পৃষ্ঠা—৪০

দশ

লিমেরিক

এডোয়ার্ড লিয়ার

(তরজমা : সত্যজিৎ রায়)

পৃষ্ঠা—৪৯

বারো

মধু আনতে বাঘের মুখে

শিবশঙ্কর মিত্র

পৃষ্ঠা—৫৭

চোদ্দো

ফণীমনসা ও বনের পরি

বীরু চট্টোপাধ্যায়

পৃষ্ঠা—৬৯

ষোলো

বোকা কুমিরের কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পৃষ্ঠা—৮৫

নয়

পাহাড়িয়া বর্ষার সুরে

পৃষ্ঠা—৪৪

এগারো

ঝড়

মৈত্রেয়ী দেবী

পৃষ্ঠা—৫২

তেরো

মায়াতরু

অশোকবিজয় রাহা

পৃষ্ঠা—৬৪

পনেরো

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃষ্ঠা—৮০

গান

চল্ চল্ চল্

কাজী নজরুল ইসলাম

পৃষ্ঠা—৯০

সতেরো

মাস্টারদা

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

পৃষ্ঠা—৯১

আঠেরো

মিষ্টি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পৃষ্ঠা—৯৯

গান

শরৎ তোমার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃষ্ঠা—১১৩

একুশ

আকাশের দুই বন্ধু

শৈলেন ঘোষ

পৃষ্ঠা—১১৯

তেইশ

বই পড়ার কায়দা কানুন

পৃষ্ঠা—১৩০

মুক্তির মন্দির সোপানতলে

মোহিনী চৌধুরী

পৃষ্ঠা—৯৮

গান

উনিশ

তালনবমী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃষ্ঠা—১০২

কুড়ি

একলা

শঙ্খ ঘোষ

পৃষ্ঠা—১১৪

বাইশ

বোম্বাগড়ের রাজা

সুকুমার রায়

পৃষ্ঠা—১২৭

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : **সমীর সরকার**

আমার নাম .....

আমার রোল নম্বর .....

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম .....

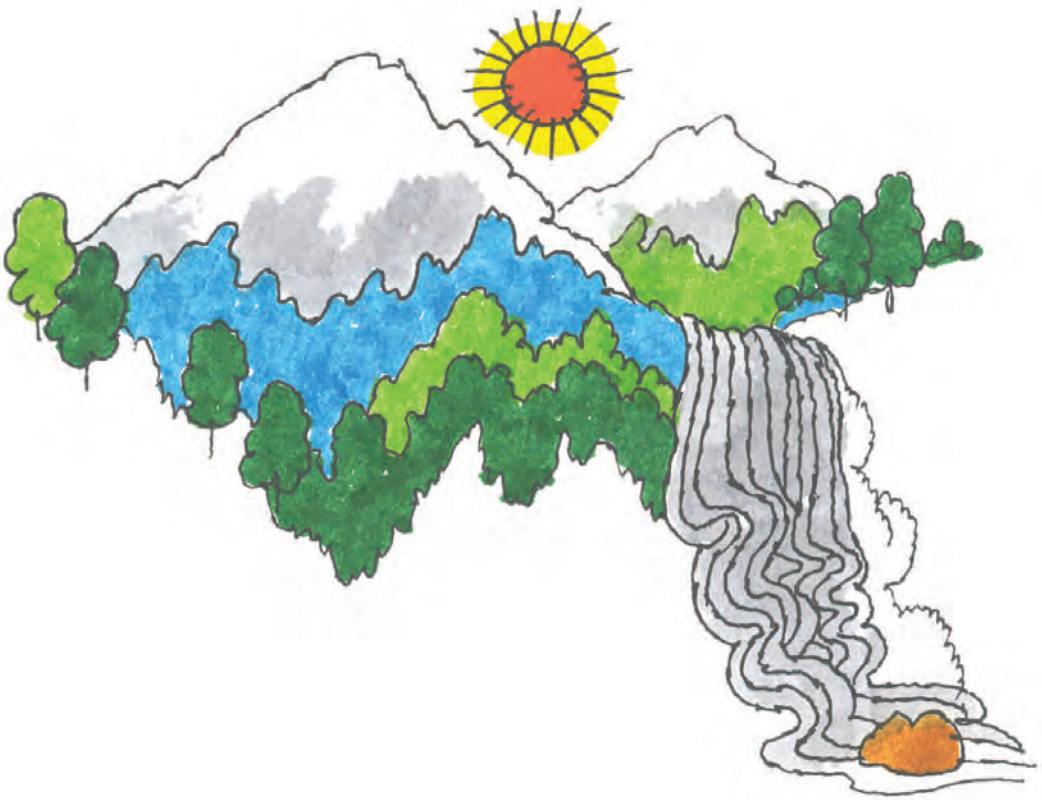

গল্পবুড়ো

সুনির্মল বসু

বইছে হাওয়া উত্তুরে;
গল্পবুড়ো থুত্থুড়ে
চলছে হেঁটে পথ ধ'রে—
শীতের ভোরে সত্বরে;
চেঁচিয়ে যে তার মুখ ব্যথা
'রূপকথা চাই, রূপকথা—'

ডাক ছেড়ে সে ডাকছে রে—
বলছে ডেকে হাঁক ছেড়ে—
'ঘুম ছেড়ে আজ ওঠ তোরা,
আয় রে ছুটে ছোট্টরা—
কী আছে মোর তল্পিটায়
দেখবি যদি জলদি আয়।

কাঁধের উপর এই ঝোলা—
গল্প-ভরা মন ভোলা,
দত্যি, দানব, যক্ষিরাজ,
রাজপুত্তুর, পক্ষীরাজ,
মনপবনের দাঁড়খানা—
আজগুবি সব কারখানা—
ভর্তি আমার তল্পিটায়,
দেখবি যদি, জলদি আয়।

কড়ির পাহাড় সার-বাঁধা—
মানিক-হীরা চোখ ধাঁধা—
সোনার কাঠি ঝলমলে,—
ময়নামতী টলটলে—
তেপান্তরের মাঠখানা—
হট্টমেলার হাটখানা—
আটকাল এই তল্পিটায়,
দেখবি যদি জলদি আয়।

কেশবতী নন্দিনী
এই থলেতে বন্দিনি।
শীতের প্রখর প্রত্যূষে—
আসবে না যে শত্রু সে—
ভাঙব তাদের মূর্খতা—
বলব নাকো রূপকথা।

১. ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :

১.১ 'উত্তুরে হাওয়া' বলতে বোঝায় হাওয়া যখন উত্তর দিক থেকে বয়ে আসে। এমন ভাবে _____ (গ্রীষ্ম/শরৎ/শীত/বর্ষা) কালে হাওয়া বয়।

১.২ থুত্থুড়ে শব্দটির অর্থ _____ (চনমনে/জড়সড়ো/জ্ঞানী/নড়বড়ে)।

১.৩ রূপকথার গল্পে যেটি থাকে না _____ (দত্যি-দানো/পক্ষীরাজ/রাজপুত্তুর/উড়োজাহাজ)।

১.৪ রূপকথার গল্প সংগ্রহ করেছেন এমন একজন লেখকের নাম বেছে নিয়ে লেখো। (আশাপূর্ণা দেবী/দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার/সত্যজিৎ রায় / শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

সুনির্মল বসু (১৯০২ —১৯৭৫) : জন্ম বিহারের গিরিডিতে। সাঁওতাল পরগনার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর মনে কবিতা রচনার অনুপ্রেরণা জাগায়। প্রধানত ছোটোদের জন্য সরস সাহিত্য রচনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ছড়া, কবিতা, গল্প, কাহিনি, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি, রূপকথা, কৌতুক-নাটক প্রভৃতি । ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বই-'হাওয়ার দোলা', 'ছানাবড়া', 'বেড়ে মজা', 'হইচই', 'কথা শেখা', 'ছন্দের টুং টাং', 'বীর শিকারী' ইত্যাদি। সম্পাদিত বই—'ছোটদের চয়নিকা' ও 'ছোটদের গল্পসংকলন'। ১৯৫৬ সালে 'ভুবনেশ্বরী পদক' পান। রচিত আত্মজীবনী 'জীবনখাতার কয়েক পাতা' (১৯৫৫)। তিনি বাংলা সাহিত্যের এক স্মরণীয় শিশুসাহিত্যিক। 'গল্প বুড়ো' কবিতাটি 'সুনির্মল বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা' থেকে নেওয়া হয়েছে।

২.১ লেখালিখি ছাড়াও সুনির্মল বসু আর কোন কাজ ভালো পারতেন?

২.২ তাঁর লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

৩. এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

থা রূ ক প; র ত্তু জ রা পু; জ ক্ষী রা প; ব প ম ন ন; জ গু বি আ;

৪. অন্তমিল আছে এমন পাঁচজোড়া শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

একটি করে দেওয়া হলো, { বাঁধা
ধাঁধা

৫. বাক্য বাড়াও :

৫.১ শীতকালে হাওয়া বইছে। (কেমন হাওয়া?) [শীতকালে উত্তুরে হাওয়া বইছে।]

৫.২ গল্পবুড়ো ডাকছে। (কেমন বুড়ো?)

৫.৩ গল্পবুড়োর মুখ ব্যথা। (মুখ ব্যথা কেন?)

৫.৪ গল্পবুড়োর ঝোলা আছে। (কোথায় ঝোলা?)

৫.৫ দেখবি যদি, আয়। (কীভাবে আসবে?)

শব্দার্থ : উত্তুরে— উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা। থুত্থুড়ে— নড়বড়ে। সত্বরে— জলদি/দ্রুত/তাড়াতাড়ি। রূপকথা— কাল্পনিক গল্প। হাঁক— জোরে ডাক। তল্পি— ঝোলা/থলে। আজগুবি— অদ্ভুত। সার-বাঁধা— পরপর সাজানো। চোখ ধাঁধা— যা দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দেয়। নন্দিনী— মেয়ে/কন্যা। প্রখর— তীব্র। প্রত্যূষ— ভোর। ঝলমলে— উজ্জ্বল।

৬. 'ক' এর সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখ :

ক	খ
তল্পি	কাল্পনিক গল্প
রূপকথা	বাতাস
ভোরে	দ্রুত
পবন	ঝোলা
সত্বর	বিহানে

৭. 'ডাকছে রে' আর 'ডাক ছেড়ে' শব্দজোড়ার মধ্যে কী পার্থক্য তা দুটি বাক্য রচনা করে দেখাও :

যেমন : বাছুরটি *ডাক ছেড়ে* মাকে *ডাকছে রে*।

৮. শব্দঝুড়ির থেকে নিয়ে বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে লেখো :

বিশেষ্য
_____
_____
_____
_____

উত্তুরে, থুত্থুড়ে, তল্পি, ঝোলা, জলদি, আজগুবি, সত্বর, শীত, রাজপুত্তুর, কারখানা

বিশেষণ
_____
_____
_____
_____

৯. পক্ষীরাজ এর মতো (ক্ + ষ্ = 'ক্ষ্') রয়েছে এমন পাঁচটি শব্দ তৈরি করো :

১০. ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও :

১০.১ বইছে হাওয়া উত্তুরে।

১০.২ ডাক ছেড়ে সে ডাকছে রে।

১০.৩ আয় রে ছুটে ছোট্টরা।

১০.৪ দেখবি যদি জলদি আয়।

১০.৫ চেঁচিয়ে যে তার মুখ ব্যথা।

১১. তোমার দৃষ্টিতে গল্পবুড়োর সাজ-পোশাকটি কেমন হবে, তা একটি ছবিতে আঁকো :

১২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১২.১ গল্পবুড়ো কখন গল্প শোনাতে আসে?

১২.২ গল্পবুড়োর ঝোলায় কী কী ধরনের গল্প রয়েছে?

১২.৩ গল্পবুড়ো শীতকালের ভোরে ছোটোদের কীভাবে ঘুম থেকে ওঠাতে চায়?

১২.৪ 'রূপকথা'র কোন কোন বিষয় কবিতাটিতে রয়েছে?

১২.৫ গল্পবুড়ো কাদের তার গল্প শোনাবে না?

১৩. তোমার পড়া অথবা শোনা একটি রূপকথার গল্প নিজের ভাষায় লেখো।

বুনো হাঁস

লীলা মজুমদার

এখন যদি আকাশের দিকে চেয়ে দ্যাখো, দেখতে পাবে দলে দলে বুনো হাঁস, তিরের ফলার আকারে, কেবলই উত্তর দিকে উড়ে চলেছে। কেউ এত উঁচুতে উড়ছে যে কোনো শব্দ নেই; কারো শুধু ডানার শোঁ শোঁ শোনা যাচ্ছে; আবার কেউ বা বলছে গাঁক গাঁক গাঁক। ওরা গরম দেশে শীত কাটিয়ে এখন শীতের শেষে আবার নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছে। ওদের বেশি গরমও সয় না, আবার বেশি শীতও সয় না।

কেউ কেউ হিমালয়ের উত্তর দিক থেকে, বরফের পাহাড় পেরিয়ে আসে। অনেকে নাকি ভারতের মাটি পার হয়ে, সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে ছোটো ছোটো দ্বীপে গিয়ে নামে। সেখানে মানুষের বাস নেই। নিরাপদে তাদের শীত কাটে। পৃথিবীর দক্ষিণের আধখানায় আমাদের শীতের সময় গরম, আবার আমাদের গরমের সময় শীত।

লাডাকের একটা বরফে ঢাকা নির্জন জায়গাতে আমাদের জোয়ানদের একটা ঘাঁটি ছিল।

তখন শীতের শুরু। মাথার ওপর দিয়ে দলে দলে বুনো হাঁস দক্ষিণ দিকে উড়ে যেত। বাড়ির জন্য ওদের মন কেমন করত; চিঠিপত্র বিশেষ পৌঁছোত না, শুধু রেডিয়োতে যেটুকু খবর পেত।

একদিন একটা বুনো হাঁস দল ছেড়ে নীচে নেমে পড়ল। একটা ঝোপের ওপর নেমে থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপর ওরা অবাক হয়ে দেখল আরেকটা বুনো হাঁসও নেমে এসে, এটার চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। বরফ পড়তে শুরু করতেই জোয়ানরা গিয়ে আগের হাঁসটাকে তাঁবুতে নিয়ে এল। অন্য হাঁসটা প্রথমে তেড়ে এসেছিল, তারপর ওদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেই গিয়ে তাঁবুতে ঢুকল। ভিতরে ছেড়ে দিতেই দেখা গেল প্রথম হাঁসটার ডানা জখম হয়েছে। তাই বেচারি উড়তে পারছিল না। জোয়ানদের মুরগি রাখার খালি জায়গা ছিল। সেখানে বুনো হাঁসরা রইল। টিনের মাছ, তরকারি, ভুট্টা, ভাত, ফলের কুচি, এইসব খেত।

ওদের দেখাশোনা করা জোয়ানদের একটা আনন্দেরই কাজ হয়ে দাঁড়াল। পরের হাঁসটা ইচ্ছা করলেই উড়ে চলে যেতে পারত, কিন্তু সঙ্গীকে ছেড়ে গেল না। সারা শীতকাল দুজনে ওখানে থেকে গেল। আস্তে আস্তে হাঁসের ডানা সারল। তখন সে একটু একটু করে উড়তে চেষ্টা করত। তাঁবুর ছাদ অবধি উঠে, আবার ধুপ করে পড়ে যেত।

এমনি করে সারা শীত দেখতে দেখতে কেটে গেল। নীচের পাহাড়ের বরফ গলতে শুরু করল। আবার সবুজ ঝোপঝাপ দেখা গেল। ন্যাড়া গাছে পাতার আর ফুলের কুঁড়ি ধরল। তারপর পাখিরা আবার আসতে আরম্ভ করল, এবার দক্ষিণ থেকে উত্তরে। দেশে ফিরে ওরা বাসা বাঁধবে, বাচ্চা তুলবে।

এদের হাঁসরা আজকাল তাঁবুর বাইরে চরত আর মাথার ওপর দিয়ে হাঁসের দল গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠত। তারপর একদিন জোয়ানরা সকালের কাজ সেরে এসে দেখে হাঁস দুটি উড়ে চলে গেছে। জোয়ানদের বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এল।

১. ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :

১.১ আকাশের দিকে তাকালে তুমি দেখ _____ (ঘরবাড়ি/গাছপালা/পোকামাকড়/মেঘ-রোদ্দুর)।

১.২ হিমালয় ছাড়া ভারতবর্ষের আরো একটি পর্বতের নাম হলো _____ (কিলিমানজারো/আরাবল্লী/আন্দিজ/রকি)।

১.৩ এক রকমের হাঁসের নাম হলো _____ (সোনা/কুনো/কালি/বালি) - হাঁস।

১.৪ পাখির ডানার _____ (বোঁ বোঁ/শন শন/শোঁ শোঁ/গাঁক গাঁক) শব্দ শোনা যায়।

শব্দার্থ : ফলা — তীক্ষ্ণ প্রান্ত। সয় না — সহ্য হয়না। হিমালয় — পর্বতমালার নাম। দ্বীপ — চারদিকে জলবেষ্টিত স্থান। নিরাপদ — যেখানে আপদ বা বিপদ নেই এমন। নির্জন — যেখানে লোকজন নেই। তাঁবু — কাপড়ে তৈরি/ছাওয়া অস্থায়ী বাসস্থান। জখম — আহত। বেচারি — নিরীহ/অসহায়/নিরুপায়।

২. 'ক' এর সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক	খ
বরফ	শুরু
বুনো	হিমানী
কুঁড়ি	বন্য
চঞ্চল	কলি
আরম্ভ	অধীর

৩. সঙ্গী — (ঙ্ + গ্)— এমন 'ঙ্গ' রয়েছে —এরকম পাঁচটি শব্দ লেখো :

৪. ঘটনাক্রম সাজিয়ে লেখো :

৪.১ দেশে ফিরে ওরা বাসা বাঁধবে, বাচ্চা তুলবে।

৪.২ হাঁসের ডানা জখম হল।

৪.৩ সারা শীত কেটে গেল।

৪.৪ বুনো হাঁস দক্ষিণ দিকে উড়ে যেত।

৪.৫ আরেকটা বুনো হাঁসও নেমে এসে এটার চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে।

৫. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৫.১ _____ একটা বরফে ঢাকা নির্জন জায়গাতে আমাদের _____ একটা ঘাঁটি ছিল।

৫.২ জোয়ানদের _____ রাখার খালি জায়গা ছিল।

৫.৩ আস্তে আস্তে হাঁসের _____ সারল।

৫.৪ দলে দলে _____ তিরের ফলার আকারে, কেবলই _____ দিকে উড়ে চলেছে।

৫.৫ _____ গাছে পাতার আর ফুলের _____ ধরল।

৬. **শব্দঝুড়ি থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে লেখো :**

বিশেষ্য
_____
_____
_____
_____
_____

বুনো, জখম, লাডাক, শীতকাল, বরফ, তাঁবু, গরম, ন্যাড়া, সঙ্গী, নির্জন, বেচারি, চঞ্চল

বিশেষণ
_____
_____
_____
_____
_____

৭. **ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও :**

৭.১ বাড়ির জন্য ওদের মন কেমন করত।

৭.২ পাখিরা আবার আসতে আরম্ভ করল।

৭.৩ দেশে ফিরে ওরা বাসা বাঁধবে।

৭.৪ সেখানে বুনো হাঁসরা রইল।

৭.৫ নিরাপদে তাদের শীত কাটে।

৮. **বাক্য বাড়াও :**

৮.১ একদিন একটা বুনো হাঁস দল ছেড়ে নেমে পড়ল। (কোথায় নেমে পড়ল?)

৮.২ ওরা গরম দেশে শীত কাটিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে। (কোথায় এবং কখন ফিরে যাচ্ছে?)

৮.৩ পাহাড়ের বরফ গলতে শুরু করল। (কোথাকার পাহাড়?)

৮.৪ আবার ঝোপঝাপ দেখা গেল। (কেমন ঝোপঝাপ?)

৮.৫ গাছে পাতার আর ফুলের কুঁড়ি ধরল। (কেমন গাছে?)

৯. **বাক্য রচনা করো—** রেডিয়ো, চিঠিপত্র, থরথর, জোয়ান, তাঁবু।

১০. তোমার বইতে যে বুনো হাঁসের ছবি দেওয়া আছে, সেটি দেখে আঁকো ও রং করো।

১১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১১.১ জোয়ানদের ঘাঁটি কোথায় ছিল?

১১.২ জোয়ানরা কী কাজ করে?

১১.৩ দুটো বুনো হাঁস দলছুট হয়েছিল কেন?

১১.৪ বুনো হাঁসেরা জোয়ানদের তাঁবুতে কী খেত?

১১.৫ হাঁসেরা আবার কোথায়, কখন ফিরে গেল?

১১.৬ 'এমনি করে সারা শীত দেখতে দেখতে কেটে গেল'— কেমন করে সারা শীতকাল কাটল? এরপর কী ঘটনা ঘটল?

১২. কোনো পশু বা পাখির প্রতি তোমার সহমর্মিতার একটা ছোট্ট ঘটনার কথা লেখো।

লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭) : জন্ম কলকাতায়, জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়িতে। বাবা প্রমদারঞ্জন রায় 'বনের খবর' বইয়ের লেখক। শৈশব কেটেছে শিলং পাহাড়ে। ১৯২০ সাল থেকে কলকাতায়। সারাজীবন সাহিত্যচর্চাই তাঁর সঙ্গী ছিল। প্রথম ছোটোদের বই 'বদ্যিনাথের বড়ি'। অন্যান্য বিখ্যাত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'পদিপিসির বর্মিবাক্স', 'হলদে পাখির পালক', 'টং লিং', 'মাকু'। ছোটোদের জন্য 'সন্দেশ' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন বহুকাল। বহু পুরস্কারে সম্মানিত – যার মধ্যে রয়েছে 'রবীন্দ্র পুরস্কার', 'আনন্দ পুরস্কার', 'ভারতীয় শিশু সাহিত্যের পুরস্কার'।
তাঁর লেখা 'গল্পসল্প' বই থেকে 'বুনো হাঁস' গল্পটি নেওয়া হয়েছে।

১৩.১ লীলা মজুমদারের জন্ম কোন শহরে?

১৩.২ তাঁর শৈশব কোথায় কেটেছে?

১৩.৩ ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর দুটি বইয়ের নাম লেখো।

দারোগাবাবু এবং হাবু

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

থানায় গিয়ে সেদিন ভোরে
বললে কেঁদেই হাবু,
নালিশ আমার মন দিয়ে খুব
শুনুন বড়োবাবু।

চার চারজন ভাই আমরা
একটা ঘরেই থাকি,
দুঃখে আমি সারা দিন-রাত
ভগবানকেই ডাকি।

বড়দা ঘরেই সাতটা বেড়াল
পোষেন ছোটো-বড়ো,
মেজদা পোষেন আটটা কুকুর
যতই বারণ করো।

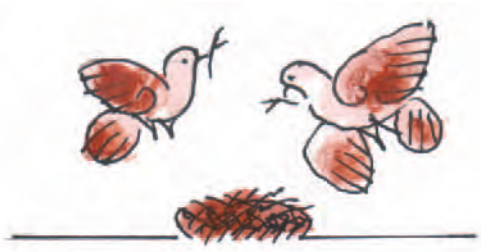

সেজদা পাগল, দশটা ছাগল
রাখেন ঘরেই বেঁধে,
গন্ধে তাদের প্রাণ যায় যায়
মরছি কেঁদে কেঁদে।

দারোগাবাবু বললে, হাবু
তোমরা কি সব ভুলো
সদাই খুলে রাখবে ঘরের
জানলা দরজাগুলো।

শুনেই হাবু বেজায় কাবু
বললে করুণ সুরে,
দেড়শো পোষা পায়রা আমার
যাবেই যে সব উড়ে।

১. **ঠিক কথাটি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :**

১.১ হাবু থানায় গিয়েছিল (বেড়াতে / অভিযোগ জানাতে / চিকিৎসা করাতে / হারানো পাখি খুঁজতে)।

১.২ বাড়িতে পোষা হয় এমন পাখির মধ্যে পড়ে না (টিয়া / পায়রা/ ময়না/ কোকিল)।

১.৩ হাবু ও তার দাদাদের পোষা মোট পশু-পাখির সংখ্যা (১৭৫/১৫০/১৭০/২৫)।

শব্দার্থ : বারণ — নিষেধ / মানা। সদাই — সবসময়। করুণ — কাতর / আর্ত। নালিশ — অভিযোগ।

২. **'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :**

ক	খ
নালিশ	কাহিল
বারণ	উন্মাদ
পাগল	সবসময়
সদাই	নিষেধ
কাবু	অভিযোগ

৩. **শব্দঝুড়ি থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে নিয়ে লেখো :**

বিশেষ্য
_____
_____
_____

পায়রা, কাবু, খুব, নালিশ, করুণ,পোষা, দুঃখ, চারজন, থানা,বড়বাবু

বিশেষণ
_____
_____
_____

৪. **'কেঁদে কেঁদে'- এরকম একই শব্দকে পাশাপাশি দু'বার ব্যবহার করে নতুন পাঁচটি শব্দ তৈরি করো।**

৫. **ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও :**

৫.১ বললে কেঁদেই হাবু।

৫.২ সাতটা বেড়াল পোযেন ছোটা বড়ো।

৫.৩ বললে করুণ সুরে।

৫.৪ যাবেই যে সব উড়ে।

৫.৫ ভগবানকেই ডাকি।

৬. **বাক্য রচনা করো :** নালিশ, ভগবান, বারণ, করুণ, ভোর।

৭. **ঘটনার ক্রম অনুযায়ী বাক্যগুলি সাজিয়ে লেখো :**

৭.১ হাবু থানার বড়বাবুর কাছে কান্নাকাটি করে নালিশ জানাল।

৭.২ জীবজন্তুর গন্ধে হাবুর প্রাণ যায় যায়।

৭.৩ হাবুরা চারভাই একটা ঘরেই থাকে।

৭.৪ বড়দা সাতটা বেড়াল, মেজদা আটটা কুকুর, সেজদা দশটা ছাগল ও হাবু নিজে দেড়শো পায়রা পোষে।

৭.৫ দারোগাবাবুর উত্তর শুনে হাবু বেজায় কাতর হয়ে পড়ল।

৮. **কবিতাটিতে অন্ত্যমিল আছে, এমন পাঁচজোড়া শব্দ লেখো।**

যেমন—{ হাবু
বড়ো বাবু

৯. **বাক্য বাড়াও—**

৯.১ হাবু গিয়েছিল। (কোথায়? কখন?)

৯.২ বড়দা পোযেন বেড়াল। (কয়টি? কেমন?)

৯.৩ হাবু ভগবানকে ডাকে। (কেন? কখন?)

৯.৪ দারোগাবাবু বলেন ঘরের জানলা-দরজা খুলে রাখতে। (কাকে?)

৯.৫ হাবুর পায়রা উড়ে যাবে। (কয়টি?)

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার (জন্ম ১৯৫৩) : বাংলা শিশুসাহিত্যে, বিশেষ করে ছোটোদের ছড়া-কবিতার জগতে অত্যন্ত পরিচিত। তাঁর লেখা মজাদার, তবে তাতে শেখার বিষয়ও থাকে ঢের। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘মজার ছড়া’, ‘নাম তাঁর সুকুমার’। তাঁর লেখার স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন ‘সুকুমার রায় শতবার্ষিকী পুরস্কার’, ‘সত্যজিৎ রায় পুরস্কার’, ‘শিশুসাহিত্য পরিষদ পুরস্কার’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রদত্ত ‘অভিজ্ঞান স্মারক’, ‘ছড়া-সাহিত্য পুরস্কার’ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় শতাধিক পুরস্কার। এখনও পর্যন্ত সহজ কথায়, সরল ছন্দে, বিচিত্র বিষয়ে ষোলো হাজারেরও বেশি ছড়া লিখেছেন।

১০.১ ছোটোদের জন্য ছড়া কবিতা লিখেছেন, এমন দুজন কবির নাম লেখো।

১০.২ তোমার পাঠ্য কবিতাটির কবি কে?

১০.৩ তাঁর লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১১.১ হাবু কোথায় গিয়ে কার কাছে নালিশ জানিয়েছিল?

১১.২ হাবুর বড়দা, মেজদা ও সেজদা ঘরে কী কী পোষেন?

১১.৩ হাবুর করুণ অবস্থার জন্য সে নিজেও কীভাবে দায়ী ছিল বলে তোমার মনে হয়?

১১.৪ দারোগাবাবু হাবুকে যে পরামর্শ দিলেন সেটি তার পছন্দ হল না কেন?

১১.৫ দারোগাবাবুর কাছে হাবু তার যে দুঃখের বিবরণ দিয়েছিল, তা নিজের ভাষায় লেখো।

১১.৬ তোমার পোষা বা তুমি পুষতে চাও এমন কোনো প্রাণীর ছবি আঁকো বা তার সম্পর্কে বন্ধুকে লেখো।

● এই কবির আরেকটি কবিতা তোমার পাঠ্য কবিতাটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়ো :

খোকার বুদ্ধি

দারুণ রেগেই বললে দাদা
করলি কি তুই খোকা?
আঁকার কথা প্রজাপতি
আঁকলি শুঁয়োপোকা!

রং-তুলি সব সরিয়ে রেখে
বললে হেসেই খোকা
আমায় তুমি মিছেই দাদা
ভাবছ নেহাত বোকা!

পুজোর ছুটির পরেই খাতা
দিবি যখন জমা,
ইস্কুলেতে স্যার কি তোকে
করবে তখন ক্ষমা?

লেখাপড়ার কাজে আমি
দিই না মোটেও ফাঁকি,
এখনও তো পুজোর ছুটির
সাতাশটা দিন বাকি!

ততদিনেও এটা কি আর
থাকবে শুঁয়োপোকা?
প্রজাপতি হবেই হবে
নইকো আমি বোকা!

এতোয়া মুন্ডার কাহিনি

মহাশ্বেতা দেবী

গ্রামটার নাম হাতিঘর, যদিও এখন সেখানে হাতি নেই। মোতিবাবুর পূর্বপুরুষেরা যখন মস্ত জমিদার ছিলেন, ওঁদের ছিল হাতি। আর হাতিশালাটা ছিল পাথরের। ওঁদের সে পাথরের বাড়ি আজও আছে। তাতে তিরিশটা ঘর। একতলার ঘরে দেখবে চাল, ডাল, গম, কত কী। হাতিশালাটায় দেয়াল তুলে ওটা এখন ধান রাখবার গোলাঘর।

এতোয়ার দাদু বলে, এক সময়ে এটা ছিল আদিবাসী গ্রাম। নাম ছিল শালগেড়িয়া। সাবু আর শাল গাছের পাঁচিল যেন পাহারা দিত গ্রামকে।

— নামটা বদলে গেল কেন গো?

—বাবুরা এল। আমাদের সব নিয়ে নিল।

—আদিবাসীরা কিছু বলল না?

— তুই বড্ড বকিস এতোয়া। তোর বাপেরও এত কথা শুধাবার সাহস হতো না। লেখাপড়া জানতাম না, সরকারের আইনকানুন বুঝতাম না। তাতেই আমরা হেরে গেলাম।

— শুধু এই কথাটি বলো, নিজের দেশ ছেড়ে তোমরা কবে এলে এখানে?

— হাজার হাজার চাঁদ আগে। হাসিস কেন?

— এখন কেউ চাঁদ দিয়ে বছর হিসেব করে?

— আমরা তো করেছি। মরণকাল অবধি তাই করব। আমাদের আদিপুরুষরা দেশ ছাড়ল—সিধু কানু যখন সাঁওতালদের নিয়ে সাহেবদের সঙ্গে যুদ্ধে নামল। সে কী ভীষণ যুদ্ধ! সাহেবরা জিতে গেল। সাঁওতালরা এদিক সেদিক পালিয়ে বাঁচল। এখানে যারা এসেছিল তারা বন কেটে বসত করল। সে কি আজকের কথা রে?

— আমরা মুন্ডারা তখনি এলাম?

গাঁয়ের বুড়ো সর্দার মঙ্গল নাতিটার দিকে তাকায়। কচি ছেলে, কিছুই জানে না।—ওরে, জোর জুলুম না করলে কোনো আদিবাসী কখনো দেশ ছাড়ে না। কতবছর বাদে বিরসা মুন্ডা মুন্ডাদের নিয়ে সাহেবদের উৎখাত করবে বলে লড়াই করল। সেও এক ভীষণ যুদ্ধ। বনাবন তির চলে, ওরা দনাদন গুলি চালায়। সাঁওতালরা করল ‘‘হুল’’, আমরা করলাম ‘‘উলগুলান’’। হারলাম তো আমরাও। বাতাসের মুখে পাতার মতো আমরা বাংলা, ওড়িশা, বিহার, আসাম কত জায়গায় যে গেলাম, কত বন কেটে বসত বসালাম। এখন মুন্ডা সাঁওতাল সব দেশে।

— এখানে চলে এলে?

— ছোটনাগপুর ছাড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে সুবর্ণরেখা পার হলাম, সাঁওতালরা খুব খুশি। আদিবাসী আসছে। মানুষ বাড়ছে। ওই যে তোরা বলিস ডুলং নদী, আমরা তাকে বলতাম দরংগাড়া। তখন জঙ্গল যত, জানোয়ার তত। গ্রামে যে লোধা আদিবাসী দেখিস, ওরা বনজীবী মানুষ, বনের সন্তান। বাঘুৎ দেবতা পূজবে, বাঘ যাতে গরু না খায়। বড়াম মায়ের পূজা দেবে। তিনি রক্ষা করেন। আমরা এক সঙ্গে বন কেটে বসত করেছি। তবে জঙ্গল তো মা! জঙ্গল নষ্ট করি নাই। লোধারা তো আজও শিকার করে।

—বাবু যে বলে, তোরা, আদিবাসীরাই জঙ্গল কেটে শেষ করেছিস?

— না রে না। জঙ্গল আর কতটুকু আছে বল? তবু তো জঙ্গল থেকেই কন্দ, মূল, ফল, পাতা, জ্বালানি, খরগোশ, শজারু, পাখি... গ্রাম দেবতা, যাকে বলি গড়াম, সেও তো বুড়ো শালগাছটা! যে বাঁচায় তাকে কেউ মারে?

— গাঁয়ের নামটি হাতিঘর কেন হলো গো?

— বন কাটলাম, মাটি যেন হেসে উঠল। আর কি, বাবুরা ঢুকে পড়ল। এই হয়ে আসছে চিরকাল। লেখাপড়া জানি না, সবকিছু নিয়ে নিল ওরা। নতুন নাম দিল হাতিঘর। যা, অনেক বকলাম রে, এতোয়া। তা এত কথা জানতে চাইলি যে?

এতোয়া কী বলবে ঠাকুরদাকে? বাবুর বাড়ি কাজে যায়। প্রাইমারি স্কুলের চালাঘরের কোল দিয়ে পথ। সাঁওতাল মাস্টার গল্প বলে কি বা! ক্লাস বসতে না বসতে গল্প শুরু করে। গল্পের শুরু কোথায় কে জানে। এতোয়া শুধু শোনে, 'তখন তারা তির ছোঁড়ে শনশন। তিরে তিরে আকাশ আঁধার! সে যে কী ভীষণ যুদ্ধ তার আর কি বলি!'

কোন যুদ্ধের কথা বলে গো মাস্টার? এতোয়া জানে না তো। মহাভারতের যুদ্ধ? রামায়ণের যুদ্ধ? রোহিণী গ্রামে গিয়ে এতোয়া যাত্রাও দেখেছে, আর রামায়ণ, মহাভারতের কথাও যাত্রা দেখে সে জেনে ফেলেছে।

মাস্টারের গলা শুনতে শুনতে ও দৌড়ে চলে। মোতিবাবু হল গ্রামের ঠাকুর-দেবতা। ছোট্ট এতোয়া তার বাগাল। ওর কাজ গরু ছাগল চরানো।

হাতিঘর কলকাতা থেকে কত কাছে, তবু কত দূরে। হাওড়া থেকে চলো খড়গপুর, তারপর বসো বাসে। নেমে পড়ো গুপ্তমণি মন্দিরের সামনে। বড়াম মা দেবী, যিনি সকলকে রক্ষা করেন।

লোধা পুরোহিত পূজা করে। বম্বে রোডে যত বাস-ট্রাক চলে, সবাই গুপ্তমণির মন্দিরে প্রণামি দেয়। গুপ্তমণি থেকে রোহিণী যাবার বাস পাবে কি না কে জানে। দক্ষিণ পশ্চিমে হাঁটো না সাত আট মাইল।

হাঁটতে হাঁটতে পেরোলে ছোট্ট একটি নদী, যার জল কাচের মতো। পেরোলে ছোটো ছোটো আদিবাসী গ্রাম। তারপর মস্ত গ্রাম রোহিণী পেরিয়ে দক্ষিণে চলো, ডুলং নদী, যার আদিবাসী নাম দরংগাড়া, সে চলেছে নেচে নেচে তোমার সঙ্গে। যেই দেখলে আকাশছোঁয়া একটি শাল আর একটি অর্জুন গাছ, পৌঁছে গেলে এতোয়াদের গ্রাম হাতিঘর।

গাছের গোড়ায় দেখবে পোড়ামাটির মস্ত হাতি, মস্ত ঘোড়া। ছোটো ছোটো অমন অনেক হাতি, অনেক ঘোড়া। আদিবাসী, অ-আদিবাসী, সবাই গ্রামদেবতা বা গড়ামকে পুজো দিয়ে গেছে।

ডুলং নদী খানিক বাদেই মিলেছে সুবর্ণরেখায়। সে যেন গেরুয়া জলের সমুদ্দুর। ইচ্ছে হলেই নেমে স্নান করতে পারো। জল তো কোমর অবধি, ডুবে যাবে না। স্রোত কি জোরালো! এতোয়া ওর প্রিয় মোষটির পিঠে চেপে চলে যায় গেরুয়া সমুদ্দুর পেরিয়ে কত সময়!

এতোয়া কী করে? ও গরু ছাগল মোষ চরায়। নামটি এতোয়া কেন গো? রবিবারে জন্মাল যে! সোমে জন্মালে নাম হত সোমরা, সোমাই, এমনি কোনো নাম। আদিবাসীদের যার ইচ্ছে, জন্মবারের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখে। যার ইচ্ছে সে তোমার আমার মতো বাংলা নাম রাখে। এতোয়ার নামটি দিল ঠাকুরদা মঙ্গল মুন্ডা। এ রাজ্যে মুন্ডা, সাঁওতাল, লোধা, সবাই বাংলাও বলে, নিজের ভাষাও বলে।

এতোয়াকে দেখলে মনে হয় দুরন্ত এক বাচ্চা ঘোড়া। এখনই লাফিয়ে উঠে দৌড় লাগাবে। বয়স তো মোটে দশ। মাথায় লালচে চুল খুব ঝাঁকড়া। সব সময়ে পরনে একটা খাকি হাফপ্যান্ট। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে আর ধারালো। সব দিকে ওর নজর থাকে। ঠাকুরদা বড্ড বুড়ো, ও বড্ড ছোটো, ওকে অনেক কথা ভাবতে হয়। একটা শুকনো ডাল, কয়েকটা শুকনো পাতা, সব ওর চোখে পড়ে। সব ও জ্বালানির জন্য কুড়িয়ে নেয়।

গ্রামে তো প্রতি সপ্তাহে হাট বসে। হাটের দোকানির দোকান ঝাঁটপাট দিয়ে ও একটি বস্তা চেয়ে নিয়েছে। বস্তাটি ওর সঙ্গে থাকে। পুরোনো আমবাগানে বাবুর গরু চরাতে চরাতে ও ঠিক কুড়িয়ে নেয় টোকো আম। শুকনো কাঠ। মেটেআলু খুঁড়ে বের করে মাটি থেকে, মজা পুকুরের পার থেকে তোলে শাক। স—ব চলে যায় ওর বস্তায়।

তারপর গরু নিয়ে ও ডুলং পেরিয়ে চরে ওঠে। ঘন সবুজ ঘাসবনে গরু মোষ ছেড়ে দেয়। এবার ও দৌড় মারে চরের মাঝে সুবর্ণরেখা যেখানে সরু। বাঁশে বোনা জালটা পাতে সেখানে। এখন ও রাজা।

এই নদী, আকাশ, চরের রাজা। নিজেকেই বলে, মাছ পেলে মাছ খাব, শাক তো খাবই। মুদি দাদা মেটেআলুটা নিয়ে যদি নুন-তেল-মশলা দেয়, ওকেই দেব। না দেয় তো মেটেআলুটা আমি আর দাদু খাব।

কী কী খাব ভাবতে গেলেই খিদে ভুলে যায় গো! এখন ও লাফায় আর নদীর জল, কাশবন, বুনো ফুল, আকাশ, সকলকে ডেকে বলে, সে কী ভীষণ যুদ্ধ! তির চলছে শনশন, কামান চলছে দনাদন, ঘোড়া ছুটছে খটাখট, কী যুদ্ধ, কী যুদ্ধ!

এতোয়া জানে না মাস্টার কোন যুদ্ধের কথা বলে। ১৮৫৭-৫৮-র যুদ্ধের কথা? না অন্য কোনো যুদ্ধ যাতে তিরের সঙ্গে বন্দুকের লড়াই হয়েছিল, মাস্টার তো একেক দিন একেক যুদ্ধের কথা বলে।

ও জানেও না, পরোয়াও করে না। যুদ্ধ তো হয়েছিল, আবার কী চাই।

আকাশ, ঘাস বনে গুনগুন গুঞ্জন করা উড়ন্ত পতঙ্গ, বাতাসে দুলন্ত হাসন্ত বুনো ফুল, গরুর পাল, কেউ জানে না ছোট্ট এতোয়া এক ভীষণ যুদ্ধের কথা বলে।

গরুর বাগাল আদিবাসী ছেলেকে ঘাস, ফুল, নদী, কেউ পাত্তা দেয় না গো। ডুলং আর সুবর্ণরেখাও হেসে চলে যায়, বয়ে যায়। অথচ এ সব নদীর তীরেও নাকি একদিন কত যুদ্ধ হয়েছে! সুবর্ণরেখার জলে নাকি এখনো সোনার রেণু পাওয়া যায়। লোকে বলে।

এতোয়া ওসব বিশ্বাস করে না। তাহলে তো লোধা বুড়ো ভজন ভুক্তার কথাও বিশ্বাস করতে হয়। ভজন বলে, ছিল রে ছিল। শূরবীর এক আদিবাসী রাজা ছিল! বাইরের মানুষ এসে যখন তার রাজ্যপাট কেড়ে নিল, তখন তামার ঘণ্টা আর তির ধনুক নিয়ে সে ডুলং নদীতে ঝাঁপ দিল। যদি কেউ ভক্তিভরে তাকে ডাকতে পারে, রাজা তখনই ঘণ্টা বাজাবে ঢং ঢং। তারপর হাতি চেপে ধনুক হাতে উঠে আসবে জল থেকে। বাঘের মতো গর্জনে আকাশটা কাঁপিয়ে বলবে, 'কে ডাকে আমায়? আমার সেনারা কোথায়? জল থেকে উঠে আসব, আমার রাজ্য আমার হবে, মাটি ঢেকে দেব জঙ্গলে আর জঙ্গলের প্রাণী, জঙ্গলের মানুষ দিয়ে। সে জন্য পাতালে আমি কতদিন অপেক্ষা করব?' বলে, আর ঘণ্টা বাজায়, বলে আর ঘণ্টা বাজায়। ঝড় বাদলের রাতে স—ব শোনা যায়।

ভজন ভুক্তা অন্ধ মানুষ। হাটবারে হাটতলায় ও গল্প বলে, গান গায়। কতদিন এতোয়া ওকে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। কতদিন বলেছে, 'কি গল্পই বললে আজ দাদু! সবাই শুনছিল গো! দ্যাখো, কতগুলো দশ পয়সা পেয়েছ!'

— এতোয়া রে! ছেলে তুই বড্ড ভালো। ইস্কুলে যাস না এই বড় দুঃখ। আমাদের ছেলেমেয়ে গাই চরাবে বাবুর বাড়ি, বন হতে কাঠ আনবে, ইস্কুলে যায় না রে! অথচ এখন গ্রামে ইস্কুল। সাঁওতাল মাস্টারটা কত ভালো। ঘরে ঘরে যাবে আর বলবে, ছেলেমেয়ে ইস্কুলে পাঠাও। আমাদের ঘরে ছেলেমেয়ে পড়তে শিখবে না? আমরাই তো পেটের জ্বালায় ছেলেমেয়েদের পাঠাই না। আমাদের কালে, সেই জঙ্গল দিয়ে চার মাইল যাও, তবে পাঠশালা। এখন গ্রামে ইস্কুল, তবু... যা, তুই ঘর যা বাছা! এখন আমি চলে যেতে পারব।

১. ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ গ্রামটার আদি নাম ছিল (শালগাড়া/হাতিঘর/ হাতিবাড়ি/শালগেড়িয়া)।

১.২ মোতি বাবু ছিলেন গ্রামের (আদিপুরুষ/ভগবান/জমিদার/মাস্টার)।

১.৩ 'এতোয়া' শব্দটির অর্থ (রবিবার/সোমবার/বুধবার/ছুটির দিন)।

১.৪ শূরবীর ছিলেন একজন (সর্দার / আদিবাসী রাজা / বনজীবী /যাত্রাশিল্পী)।

১.৫ ডুলং, সুবর্ণরেখা নামগুলি (পাহাড়ের / ঝর্নার / নদীর /গাছের)।

২. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করো :

২.১ আর হাতিশালাটা ছিল _____ ।

২.২ এতোয়ার দাদু বলে এক সময় এটা ছিল _____ গ্রাম।

২.৩ গাঁয়ের বুড়ো সর্দার _____ নাতিটার দিকে তাকায়।

২.৪ তবে জঙ্গল তো _____ ।

২.৫ _____ স্কুলের চালাঘরের কোল দিয়ে পথ।

শব্দার্থ : পূর্বপুরুষ—বাবা-ঠাকুর্দার বংশের আগেকার লোক। উৎখাত—দূরীভূত/সমূলে উৎপাটিত। হাতিশালা—হাতি রাখার জায়গা। হুল—বিদ্রোহ। উলগুলান—বিদ্রোহ। গোলাঘর—শস্যাগার। ছোটনাগপুর—পূর্বভারতের মালভূমি অঞ্চল। আদিবাসী—আদিম অধিবাসী বা জাতি। সুবর্ণরেখা—নদী বিশেষ। শুধাবার—জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করবার। লোধা--- প্রাচীন জনজাতি বিশেষ। সিধু- কানু---সাঁওতাল বিদ্রোহের বিখ্যাত দুই নেতা। আঁধার—অন্ধকার। বসত—বাসস্থান। বাগাল—রাখাল। মুন্ডা—পূর্ব ভারতের প্রাচীন জনজাতি বিশেষ। সমুদ্দুর—সাগর বা সমুদ্র। জোরজুলুম – অত্যাচার। টোকো—টক হয়ে গেছে এমন। বিরসা মুন্ডা—মুন্ডা বিদ্রোহের বিখ্যাত নেতা। পরোয়া—তোয়াক্কা। গুঞ্জন—গুন গুন শব্দ। গাই—গরু।

৩. অর্থ লেখো :

গর্জন, বাগাল, গুঞ্জন, দুলন্ত, গোড়া।

৪. বিপরীতার্থক শব্দগুলি লেখো :

পূর্বপুরুষ, আদি, কচি, শুকনো, বিশ্বাস।

৫. সমার্থক শব্দ লেখো :

জল, নদী, সমুদ্দুর, জঙ্গল, উলগুলান।

৬. ক্রিয়াগুলির নীচে দাগ দাও :

৬.১ সাবু আর শাল গাছের পাঁচিল যেন পাহারা দিত গ্রামকে।

৬.২ এখন কেউ চাঁদ দিয়ে বছর হিসাব করে?

৬.৩ ছোটনাগপুর ছাড়লাম।

৬.৪ জঙ্গল নষ্ট করি নাই।

৬.৫ যে বাঁচায় তাকে কেউ মারে?

৭. দুটি বাক্যে ভেঙে লেখো (একটি করে দেওয়া হলো) :

৭.১ গাঁয়ের বুড়ো সর্দার মঙ্গল নাতিটার দিকে তাকায়। (গাঁয়ের বুড়ো সর্দার মঙ্গল। সে নাতিটার দিকে তাকায়।)

৭.২ হাতিশালাটায় দেয়াল তুলে ওটা এখন ধান রাখবার গোলাঘর।

৭.৩ আমাদের কালে, সেই জঙ্গল দিয়ে চার মাইল যাও, তবে পাঠশালা।

৭.৪ এখন ও লাফায় আর নদীর জল, কাশবন, বুনোফুল, আকাশ, সকলকে ডেকে বলে, সে কী ভীষণ যুদ্ধ!

৭.৫ ডুলং ও সুবর্ণরেখাও হেসে চলে যায়, বয়ে যায়।

৮. বাক্য রচনা করো :

পাঁচিল, চাঁদ, দেশ, মানুষ, জঙ্গল।

৯. কোনটি কোন ধরনের বাক্য লেখো (একটি করে দেওয়া হলো) :

৯.১ স্রোত কী জোরালো! (বিস্ময়বোধক বাক্য)

৯.২ কচি ছেলে, কিছুই জানে না।

৯.৩ সে যেন গেরুয়া জলের সমুদ্দুর।

৯.৪ নামটা বদলে গেল কেন গো?

৯.৫ কী যুদ্ধ, কী যুদ্ধ!

১০. কোনটি কোন শব্দ, ঝুড়ি থেকে বেছে নিয়ে আলাদা করে লেখো :

বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া

মস্ত, আমাদের, শিকার, তুই, সে, লড়াই, বুড়ো, ভীষণ, ছোট্ট, ও, চরায়, রাখে,ঝাঁকড়া, ধারালো, ওঠে, সরু।

১১. নিম্নলিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে দুটি বাক্যকে জুড়ে একটি বাক্য লেখো (একটি করে দেওয়া হল) :

১১.১ কী গল্পই বললে আজ দাদু। সবাই শুনছিল গো! (দাদু আজ এমন গল্প বললে যে সবাই শুনছিল গো!)

১১.২ এতোয়া রে! ছেলে তুই বড্ড ভালো।

১১.৩ তুই বড্ড বকিস এতোয়া। তোর বাপেরও এতো কথা শুধাবার সাহস হতো না।

১১.৪ বাবুরা এল। আমাদের সব নিয়ে নিল।

১১.৫ আদিবাসী আসছে। মানুষ বাড়ছে।

১২. এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করো :

দি সী আ বা, ব খা রে র্ণ সু, গা ং ড়া র দ, টি ড়া পো মা, ষ পু দি রু আ।

১৩. এলোমেলো শব্দগুলি সাজিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো :

১৩.১ ছাগল কাজ গোরু ওর চরানো।

১৩.২ তির শনশন তারা তখন ছোঁড়ে।

১৩.৩ আগে হাজার চাঁদ হাজার ।

১৩.৪ ছিল পাথরের হাতিশালাটা আর।

১৩.৫ সপ্তাহে হাট প্রতি বসে তো গ্রামে।

মহাশ্বেতা দেবী (জন্ম ১৯২৬) : বাবা বিখ্যাত লেখক মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব)। মহাশ্বেতা দেবী অধ্যাপনা ছাড়া সাংবাদিক হিসাবেও কাজ করেছেন। তিনি বহুদিন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অরণ্যভূমির মানুষের জীবনের সঙ্গে রয়েছেন। জনপ্রিয় উপন্যাস 'ঝাঁসির রানী', 'নটী', 'অরণ্যের অধিকার', 'হাজার চুরাশির মা'। ছোটোদের জন্য বিখ্যাত গ্রন্থ 'গল্পের গরু ন্যাদোশ', 'এককড়ির সাধ', 'নেই নগরের সেই রাজা' 'বাঘাশিকারী' ইত্যাদি। সমাজসেবামূলক কাজের স্বীকৃতিতে পেয়েছেন 'ম্যাগসেসে' পুরস্কার। সাহিত্যরচনার জন্য আকাদেমি পুরস্কার সহ বহু পুরস্কার পেয়েছেন । পাঠ্যাংশটি তাঁর লেখা 'এতোয়া মুন্ডার যুদ্ধজয়' বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১৪.১ লেখালেখি ছাড়াও আর কী কী কাজ মহাশ্বেতা দেবী করেছেন?

১৪.২ আদিবাসী জীবন নিয়ে লেখা তাঁর একটি বইয়ের নাম লেখো।

১৪.৩ ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম লেখো।

১৫. নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় লেখো :

১৫.১ ''সেও এক ভীষণ যুদ্ধ''— কোন যুদ্ধের কথা এখানে বলা হয়েছে?

১৫.২ গাঁয়ের নাম হাতিঘর হল কেন?

১৫.৩ ভজন ভুক্তা এতোয়াকে কী বলত?

১৫.৪ হাতিঘর-এ কেমন ভাবে যাবে সংক্ষেপে লেখো।

১৫.৫ এতোয়া নামটি কেন হয়েছিল?

১৫.৬ এতোয়ার রোজকার কাজের বর্ণনা দাও।

১৫.৭ 'এখন গ্রামে ইস্কুল, তবু...'— বক্তা কে? আগে কী ছিল?

১৬. বাঁদিকের শব্দের সঙ্গে মিল আছে এমন ডানদিকের শব্দ খোঁজো :

হাতি	পল্লি
চাল	জ্যোৎস্না
গ্রাম	শুঁড়
চাঁদ	গাছ
পাতা	ধান

১৭. সংকেতটি অনুসরণ করে একটি গল্প বানাও।

নদীর পাড়ে সূর্য অস্ত গেল। কোনো গ্রামে মাদল বাজছে। পরব এসে গেল। এখানে সব স্কুলে ছুটি পড়ে গেছে। এবারের ছুটিতে আমরা বন্ধুরা মিলে.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

পাখির কাছে ফুলের কাছে

আল মাহমুদ

নারকোলের ওই লম্বা মাথায় হঠাৎ দেখি কাল
ডাবের মতো চাঁদ উঠেছে ঠান্ডা ও গোলগাল।
ছিটকিনিটা আস্তে খুলে পেরিয়ে গেলাম ঘর
ঝিমধরা এই মস্ত শহর কাঁপছিল থরথর।
মিনারটাকে দেখছি যেন দাঁড়িয়ে আছেন কেউ,
পাথরঘাটার গির্জেটা কি লাল পাথরের ঢেউ?
দরগাতলা পার হয়ে যেই মোড় ফিরেছি বাঁয়
কোত্থেকে এক উটকো পাহাড় ডাক দিল আয় আয়।

পাহাড়টাকে হাত বুলিয়ে লালদিঘিটার পার
এগিয়ে দেখি জোনাকিদের বসেছে দরবার।
আমায় দেখে কলকলিয়ে দিঘির কালো জল
বলল, এসো, আমরা সবাই না ঘুমানোর দল
পকেট থেকে খোলো তোমার পদ্য লেখার ভাঁজ
রক্তজবার ঝোপের কাছে কাব্য হবে আজ।
দিঘির কথায় উঠল হেসে ফুল পাখিরা সব
কাব্য হবে, কাব্য কবে—জুড়ল কলরব।
কী আর করি পকেট থেকে খুলে ছড়ার বই
পাখির কাছে, ফুলের কাছে মনের কথা কই।

১. ঠিক শব্দটি/শব্দগুলি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :

১.১ জোনাকি এক ধরনের (পাখি/মাছ/পোকা/খেলনা)।

১.২ 'মোড়' বলতে বোঝানো হয় (গোল/বাঁক/যোগ/চওড়া)।

১.৩ 'দরবার' শব্দটির অর্থ হলো (দরজা/সভা/দরগা/দোকান)।

১.৪ প্রকৃতির সুন্দর চেহারা যে অংশটিতে ফুটে উঠেছে সেটি হলো — (কাব্য হবে / মোড় ফিরেছি / কালো জল / ডাবের মতো চাঁদ উঠেছে)।

শব্দার্থ : গোলগাল— ভরাট। ছিটকিনি— দরজা-জানলা বন্ধ করার হুক, হুড়কো। ঝিমধরা— অবসন্ন। মিনার— সৌধ। গির্জে— গির্জা, খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। দরগাতলা— পিরের কবর ও তার সংলগ্ন স্মৃতিমন্দির। উটকো— অপরিচিত। দরবার— সভা। দিঘি— বড়ো পুকুর। কলরব— কোলাহল/বহু লোকের সমবেত আওয়াজ। ছড়া— শিশু-ভোলানো কবিতা।

২. 'ক' সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক	খ
চাঁদ	গিরি
ঠান্ডা	শশী
পাহাড়	শীতল
জোনাকি	জলাশয়/দীর্ঘিকা
দিঘি	খদ্যোত
জল	পুষ্প
ফুল	নীর

৩. শব্দঝুড়ি থেকে নিয়ে বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে লেখো :

বিশেষ্য
_____
_____
_____

ঠান্ডা, চাঁদ, লাল, শহর, দরগাতলা, জোনাকি, মস্ত, গোলগাল, উটকো, কলরব

বিশেষণ
_____
_____
_____

৪.১ 'থরথর' শব্দে 'র' বর্ণটি দুবার রয়েছে। এরকম 'ল' বর্ণটি দুবার আছে, এমন পাঁচটি শব্দ লেখো (যেমন—টলটল) :

৪.২ 'কাছে' শব্দটিকে 'নিকটে' এবং 'দেখা করা' এই দুই অর্থে ব্যবহার করে দুটি বাক্য লেখো।

৫. **ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও :**

৫.১ ছিটকিনিটা আস্তে খুলে পেরিয়ে গেলাম ঘর।

৫.২ নারকোলের ঐ লম্বা মাথায় হঠাৎ দেখি কাল।

৫.৩ এসো, আমরা সবাই না ঘুমানোর দল।

৫.৪ কাব্য হবে, কাব্য কবে — জুড়ল কলরব।

৫.৫ পাখির কাছে, ফুলের কাছে মনের কথা কই।

৬. **অর্থ লেখো :** ঝিমধরা, উটকো, দরবার, কলরব, মিনার।

৭. **সমার্থক শব্দ লেখো :** চাঁদ, পাখি, ফুল, গাছ, জোনাকি।

৮. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :** লম্বা, ঠান্ডা, হেসে, পদ্য, মস্ত।

আল মাহমুদ (জন্ম ১৯৩৬) : জন্ম বাংলাদেশের কুমিল্লায়। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই তাঁর কবিতা ও গল্প 'দৈনিক সত্যযুগ' পত্রিকায় ছাপা হয়। তিনি যখন দশম শ্রেণির ছাত্র, তখন বাংলাদেশে ভাষা-বিদ্রোহ শুরু হলে তিনি সক্রিয়ভাবে তাতে যোগ দেন। 'দৈনিক গণকণ্ঠ' কাগজের সম্পাদক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য কবিতার বই 'লোক-লোকান্তর', 'কলের কলম', 'সোনালি কাবিন'। তিনি বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি। সে-দেশের বাংলা আকাদেমি পুরস্কারসহ বহু পুরস্কারে সম্মানিত। এই কবিতাটি 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

৯.১ কবি আল মাহমুদ কোন দেশের মানুষ?

৯.২ তিনি কোন বিখ্যাত আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন?

৯.৩ তাঁর লেখা একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম লেখো।

১০. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

১০.১ কবি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন কেন?

১০.২ কবি কেন ছিটকিনিটি আস্তে খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন?

১০.৩ বাইরে বেরিয়ে এসে কবি শহরকে কেমন অবস্থায় দেখলেন?

১০.৪ শহরে নেই, অথচ কবির মনে হল তিনি দেখছেন, এমন কোন কোন জিনিসের কথা কবিতায় রয়েছে?

১০.৫ সেই রাতে জেগে থাকার দলে কারা কারা ছিল? তারা কবির কাছে কী আবদার জানিয়েছিল?

১০.৬ তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে কবি কী করলেন?

১০.৭ রক্তজবার ঝোপের কাছে কাব্যের যে আসর বসেছিল, সেই পরিবেশটি কেমন, তা নিজের ভাষায় লেখো।

১০.৮ 'চাঁদ' কে নিয়ে তোমার পড়া বা শোনা একটি ছড়া লেখো।

ওরে গৃহবাসী

ওরে গৃহবাসী, খোল্, দ্বার খোল্, লাগল যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্।।
রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে ,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্।।
বেণুবন মর্মরে দখিন বাতাসে,
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে।
মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা,
মাধবীবিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর রচিত গানগুলি ‘গীতিবতান’ নামের বইতে কয়েক খণ্ডে বিধৃত রয়েছে। আর গানগুলির স্বরলিপি বিভিন্ন খণ্ডে রয়েছে ‘স্বরবিতান’ নামের বইয়ে। এই গানটি ‘প্রকৃতি’ পর্যায়ভুক্ত।

বিমলার অভিমান

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

খাব না তো আমি —
দাদাকে অতটা ক্ষীর, অতখানা অবনীর,
আমার বেলাই বুঝি, ক্ষীর মাত্র নাম-ই?
খাব না তো আমি!

ফুল আনিবার বেলা, 'যা বিমলা যা,
পূজা করি, দাও এনে, সোনামনি মা';
কাঁদিলে দুরন্ত খোকা রাখা তারে ভার,
তার বেলা, 'ও বিমলা, নে মা একবার';
'ছাগলেতে নটে গাছ খেলে যে মুড়িয়ে,
যা মা একবার, গিয়ে দে তো মা তাড়িয়ে';
'দাদা বসিয়াছে খেতে— দাও তো মা নুন';
'পানটা যে বড়ো ঝাল, দে মা এনে চুন';

যার যত ফরমাস সব তুমি করো,
তাতে তুমি বিমলাটি বাঁচো আর মরো—
খাবারটি আসে যেই আর তারে মনে নেই
তার বেলা রাধু মাধু রামী বামী শ্যামী—
খাব না তো আমি!

দাদা বড়ো, বেশি বেশি খাবে দাদা তাই,
অবু বেশি খাবে— আহা, সেটি ছোটো ভাই;
দু ধারে সোনার চুড়ো, মাঝেতে ছাইয়ের নুড়ো
তাই বুঝি বিমলার কমে গেছে দাম-ই—
খাব না তো আমি!

১. নিজে ভেবে লেখো :

১.১ তোমার বাড়িতে বাবা/মা/দাদা/ভাই/দিদি/বোন কে বেশি কাজ করে? তারা কী কী কাজ করে?

১.২ বাড়িতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। এ বিষয়ে তোমার কী মনে হয় তা লেখো।

১.৩ ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে তফাত করা উচিত নয় - এই নিয়ে যুক্তি দিয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো।

শব্দার্থ : ক্ষীর— জ্বাল দিয়ে ঘন করা দুধের মিষ্টি বিশেষ। দুরন্ত— দুর্দান্ত। ভার— কষ্টকর। ফরমাস— আদেশ। চুড়ো— শৃঙ্গ বা শিখর। নুড়ো— আগুন ধরাবার জন্য ব্যবহার করা হয় এমন শুকনো খড় বা ঘাসের আঁটি।

২. শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য লেখো :

ভার	বাঁচা	সোনা
ভাঁড়	বাছা	শোনা

৩. নীচের প্রতিটি শব্দের দুটি করে অর্থ লেখো :

বেলা, দাম

৪. পাঠ্য কবিতাটি থেকে অন্ত্যমিল খুঁজে নিয়ে লেখো (৫ টি) :

একটি করে দেওয়া হল

নুন	_____	_____	_____	_____	_____
চুন	_____	_____	_____	_____	_____

৫. 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক	খ
নুন	শিখর
দুরন্ত	ভস্ম
ছাই	আদেশ
ফরমাস	দুষ্টু
চুড়ো	লবণ

৬. **শব্দঝুড়ি থেকে নিয়ে বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে লেখো :**

বিশেষ্য
_____
_____
_____
_____

ক্ষীর, বেশি, ছাই, দুরন্ত, বিমলা, নুন, ঝাল, ছোটো, পান, নটে গাছ, খোকা, কম

বিশেষণ
_____
_____
_____
_____

৭. **ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও :**

৭.১ খাব না তো আমি।

৭.২ যা বিমলা যা।

৭.৩ ও বিমলা, নে মা একবার।

৭.৪ অবু বেশি খাবে।

৭.৫ দে মা এনে চুন।

৮. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৮.১ _____ করি, দাও এনে, সোনামনি মা।

৮.২ কাঁদিলে _____ খোকা রাখা তারে ভার।

৮.৩ ছাগলেতে _____ গাছ খেলে যে মুড়িয়ে।

৮.৪ পানটা যে বড়ো _____, দে মা এনে চুন।

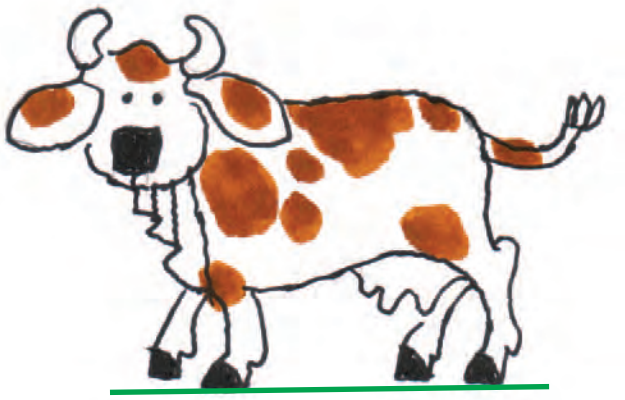

৯. **যেটা বেমানান তার নীচে দাগ দাও :**

৯.১ ক্ষীর, ছাগল, বিমলা, অবনী, দাদা

৯.২ ফুল, রাধু, বিমলা, সোনামনি মা, পূজা

৯.৩ সোনার চুড়ো, ছাইয়ের নুড়ো, দাদা, বিমলা, মাধু

১০. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

দাও, বড়ো, বেশি, ঝাল, আসে

১১. **বাক্য রচনা করো :**

ক্ষীর, দুরন্ত, ছাই, নটেগাছ, চুন

১২. শব্দগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে বাক্য তৈরি করো :

১২.১ পরিমাণে দাদার কম বিমলার থেকে ক্ষীর

১২.২ হয় বিমলাকে ফুল পূজার আনতে

১২.৩ করে সবার পালন বিমলা ফরমাস সব

১২.৪ মেয়ে বিমলার অবিচার প্রতি শুধু বলে হয় করা

১২.৫ নয় করা ছেলেমেয়ের বৈষম্য মধ্যে উচিত

১৩. কোনটি কী ধরনের বাক্য লেখো :

১৩.১ খাব না তো আমি।

১৩.২ যা বিমলা যা।

১৩.৩ ছাগলেতে নটেগাছ খেলে যে মুড়িয়ে।

১৩.৪ আমার বেলাই বুঝি, ক্ষীর মাত্র নাম-ই?

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৫৯—১৯৩৯) : শিশুসাহিত্যিক নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের জন্ম আমতায়, হাওড়ার নারিটে। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে ইনি শিক্ষাগ্রহণ করেন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-'বালক পাঠ', 'বাঙালির ছবি', 'শিশুপাঠ', 'ছেলেখেলা', 'কবিতা কুসুম', 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ', 'ছবির ছড়া,' 'সকালের ইতিকথা', 'সুখবোধ ব্যাকরণ', 'নীতিপাঠ', ইত্যাদি। তিনি 'সখা' পত্রিকার সম্পাদক ও 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন।

১৪.১ কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন?

১৪.২ তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১৪.৩ তিনি কোন কোন পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন?

১৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১৫.১ বিমলাকে সারাদিন কোন কোন কাজ করতে হয়?

১৫.২ বিমলার ছোটো ভাইয়ের নাম কী? সে ও তার দাদা বেশি বেশি খাবার পাবে কেন?

১৫.৩ 'তাই বুঝি বিমলার কমে গেছে দাম-ই'— বিমলার দাম কমে গেছে মনে হওয়ার কারণ কী?

১৫.৪ বিমলার প্রতি তোমার অনুভূতির কথা পাঁচটি বাক্যে লেখো।

১৫.৫ খেতে না চেয়ে তুমি বা তোমার বন্ধুরা কখনো প্রতিবাদ জানিয়েছ বা জানানোর চেষ্টা করেছ— যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকে সে সম্বন্ধে লেখো ।

১৫.৬ বিমলার অভিমান করার কারণ কী তা নিজের ভাষায় আট / দশটি বাক্যে লেখো।

ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ছোটো থেকে বড়ো বয়স পর্যন্ত আমার নানা রকমের দিন ওই ছাদে নানাভাবে বয়ে চলেছে। আমার পিতা যখন বাড়ি থাকতেন তাঁর জায়গা ছিল তেতালার ঘরে। চিলেকোঠার আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে কত দিন দেখেছি, তখনও সূর্য ওঠেনি, তিনি সাদা পাথরের মূর্তির মতো ছাদে চুপ করে বসে আছেন, কোলে দুটি হাত জোড়-করা। মাঝে মাঝে তিনি অনেকদিনের জন্য চলে যেতেন পাহাড়ে পর্বতে, তখন ওই ছাদে যাওয়া ছিল আমার সাত সমুদ্দুর-পারে যাওয়ার আনন্দ। চিরদিনের নীচে তলায় বারান্দায় বসে বসে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছি রাস্তার লোক-চলাচল; কিন্তু ওই ছাদের উপর যাওয়া লোকবসতির পিল্‌পেগাড়ি পেরিয়ে যাওয়া। ওখানে গেলে কলকাতার মাথার উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে মন চলে যায়—যেখানে আকাশের শেষ নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ সবুজে। নানা বাড়ির নানা গড়নের উঁচুনীচু ছাদ চোখে ঠেকে, মধ্যে মধ্যে দেখা যায় গাছের ঝাঁকড়া মাথা। আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুর বেলায়। বরাবর এই দুপুর বেলাটা নিয়েছে আমার মন ভুলিয়ে। ও যেন দিনের বেলাকার রাত্তির, বালক সন্ন্যাসীর বিবাগি হয়ে যাবার সময়। খড়খড়ির ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে ঘরের ছিটকিনি দিতুম খুলে। দরজার ঠিক

সামনেই ছিল একটা সোফা; সেইখানে অত্যন্ত একলা হয়ে বসতুম। আমাকে পাকড়া করবার চৌকিদার যারা, পেট ভ'রে খেয়ে তাদের ঝিমুনি এসেছে; গা মোড়া দিতে দিতে শুয়ে পড়েছে মাদুর জুড়ে।

রাঙা হয়ে আসত রোদ্দুর, চিল ডেকে যেত আকাশে। সামনের গলি দিয়ে হেঁকে যেত চুড়িওয়ালা।—সেদিনকার দুপুর বেলাকার সেই চুপচাপ বেলা আজ আর নেই, আর নেই সেই চুপচাপ বেলার ফেরিওয়ালা।—

হঠাৎ তাদের হাঁক পৌঁছত, যেখানে বালিশের উপর খোলা চুল এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকত বাড়ির বউ। দাসী ডেকে নিয়ে আসত ভিতরে, বুড়ো চুড়িওয়ালা কচি হাত টিপে টিপে পরিয়ে দিত পছন্দমতো বেলোয়ারি চুড়ি। সেদিনকার সেই বউ আজকের দিনে এখনও বউয়ের পদ পায়নি! সেকেন্ড ক্লাসে সে পড়া মুখস্থ করছে। আর সেই চুড়িওয়ালা হয়তো আজ সেই গলিতেই বেড়াচ্ছে রিক্‌শ ঠেলে। ছাদটা ছিল আমার কেতাবে-পড়া মরুভূমি, ধূ ধূ করছে চারদিক। গরম বাতাস হু হু করে ছুটে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে, আকাশের নীল রঙ এসেছে ফিকে হয়ে।

এই ছাদের মরুভূমিতে তখন একটা ওয়েসিস দেখা দিয়েছিল। আজকাল উপরের তলায় কলের জলের নাগাল নেই। তখন তেতালার ঘরেও তার দৌড় ছিল। লুকিয়ে-ঢোকা নাবার ঘর, তাকে যেন বাংলাদেশের শিশু লিভিংস্টন এইমাত্র খুঁজে বের করলে। কল দিতুম খুলে, ধারাজল পড়ত সকল গায়ে। বিছানার একখানা চাদর নিয়ে গা মুছে সহজ মানুষ হয়ে বসতুম।

ছুটির দিনটা দেখতে দেখতে শেষের দিকে এসে পৌঁছল। নীচের দেউড়ির ঘণ্টায় বাজল চারটে। রবিবারের বিকেল বেলায় আকাশটা বিশ্রী রকমের মুখ বিগড়ে আছে। আসছে-সোমবারের হাঁ-করা মুখের গ্রহণ-লাগানো ছায়া তাকে গিলতে শুরু করেছে। নীচে এতক্ষণে পাহারা-এড়ানো ছেলের খোঁজ পড়ে গেছে।...

...দিনের আলো আসছে ঘোলা হয়ে। মন-খারাপ নিয়ে একবার ছাদটা ঘুরে আসা গেল, নীচের দিকে দেখলুম তাকিয়ে—পুকুর থেকে পাতিহাঁসগুলো উঠে গিয়েছে। লোকজনের আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে ঘাটে, বট গাছের ছায়া পড়েছে অর্ধেক পুকুর জুড়ে, রাস্তা থেকে জুড়িগাড়ির সইসের হাঁক শোনা যাচ্ছে।

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :

১.১ 'চিলেকোঠা' হল (কাঠের ঘর/তেতালার ঘর/ছাদের উপরে সিঁড়ির ঘর/বসবার ঘর)।

১.২ ভারতবর্ষের বিখ্যাত মরুভূমিটি হল (গোবি/সাহারা/থর)।

১.৩ লিভিংস্টন ছিলেন (ইতালি/জার্মানি/ ইংল্যান্ড/স্কটল্যান্ড) দেশের মানুষ।

১.৪ জুড়িগাড়ি হল (ঘোড়ায় টানা/হাতিতে টানা/যন্ত্রচালিত/গরুতে টানা) গাড়ি।

শব্দার্থ : চিলেকোঠা— ছাদের উপরে সিঁড়ির ঘর। পিল্‌পেগাড়ি— হাতিতে টানা গাড়ি। ঝাঁকড়া— উশকো খুশকো। বিবাগি— সংসারত্যাগী। খড়্‌খড়ি — জানলা-দরজার কাঠের আবরণ। জুড়িগাড়ি— দুই ঘোড়ায় টানা গাড়ি। সইস— ঘোড়ার দেখাশোনা করে যে। চৌকিদার— প্রহরী। গা মোড়া— আড়মোড়া। বেলোয়ারি— কাচের তৈরি জিনিস। কেতাব— গ্রন্থ/বই (কিতাব > কেতাব)। মরুভূমি— জলহীন, বৃক্ষহীন, বালুময় দেশ। ওয়েসিস— মরূদ্যান। দেউড়ি— সদর দরজা।

২. 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক	খ
কেতাব	ঘোড়াকে দেখাশোনা করার লোক
মরুভূমি	মরূদ্যান
ওয়েসিস	বই
সইস	পাহারাদার
চৌকিদার	শুষ্ক জলহীন স্থান

৩. কোনটি বেমানান খুঁজে নিয়ে লেখো :

৩.১ পুকুরের পাতিহাঁস, ঘাটে লোকজনের আনাগোনা, অর্ধেক পুকুর জোড়া বট গাছের ছায়া, জুড়িগাড়ির সইস।

৩.২ তেতালা ঘর, সাত সমুদ্দুর, সেকেন্ড ক্লাস, পিল্‌পেগাড়ি।

৩.৩ চুড়িওয়ালা, ফেরিওয়ালা, সইস, বালক সন্ন্যাসী।

৩.৪ পিল্‌পেগাড়ি, জুড়িগাড়ি, রিক্‌শ, গাড়িবারান্দা।

৩.৫ চিল, রোদ্দুর, দুপুর, লোকবসতি।

৪ **তোমার পাঠ্যাংশে রয়েছে এমন পাঁচটি ইংরেজি শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো।**

৫ 'চুড়িওয়ালা' (চুড়ি+ওয়ালা), 'ফেরিওয়ালা' (ফেরি+ওয়ালা) এরকম শব্দের শেষে 'ওয়ালা' যোগ করে পাঁচটি নতুন শব্দ তৈরি করো।

৬ **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৬.১ রাঙা হয়ে আসত _____, চিল ডেকে যেত _____।

৬.২ আমার জীবনে বাইরের _____ ছাদ ছিল প্রধান _____ দেশ।

৬.৩ _____ তাকে যেন বাংলাদেশের _____ এইমাত্র খুঁজে বের করল।

৬.৪ এই ছাদের মরুভূমিতে তখন একটা _____ দেখা দিয়েছিল।

৬.৫ নীচের _____ বাজল চারটে।

৭ **বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে লেখো :**

বেলোয়ারি, চুড়ি, মাদুর, ঝাঁকড়া, বিবাগি, গড়ন, দামি, নীল, গরম, ঘোলা, পুকুর, লোকজন।

৮ **ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও :**

৮.১ হঠাৎ তাদের হাঁক পৌঁছত।

৮.২ সেইখানে অত্যন্ত একলা হয়ে বসতুম।

৮.৩ হাত গলিয়ে ঘরের ছিটকিনি দিতুম খুলে।

৮.৪ ধারাজল পড়ত সকল গায়ে।

৮.৫ পুকুর থেকে পাতিহাঁসগুলো উঠে গিয়েছে।

ডেভিড লিভিংস্টন

ইংল্যান্ড দেশের পাশেই ছোটো একটা দেশ স্কটল্যান্ড। সে দেশের লোক ছিলেন ডেভিড লিভিংস্টন। ইউরোপের মানুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম দক্ষিণ আর মধ্য আফ্রিকার অনেকখানি অংশে অভিযান করেছিলেন। নীলনদের উৎসস্থল টাঙ্গানিকা হ্রদ আর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত অবধি পৌঁছনোর কৃতিত্ব তাঁরই। জাম্বেসি ও কঙ্গো নদীপথ ধরে তাঁর অভিযান পৃথিবীর অভিযাত্রার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

৯. **বাক্য রচনা করো :** প্রধান, দেশ, বালিশ, মরুভূমি, ধুলো।

১০. **'গ্রহণ'** শব্দটিকে দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে পৃথক বাক্য রচনা করো।

১১. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো:** আড়াল, চুপ, আনন্দ, গলি, ফিকে।

১২. **অর্থ লেখো :** মূর্তি, পিল্‌পেগাড়ি, বিবাগি, নাগাল, দেউড়ি।

১৩. **প্রতিশব্দ লেখো:** পৃথিবী, পাহাড়, আকাশ, জল, গাছ।

১৪. দুটি বাক্যে ভেঙে লেখো:

১৪.১ আমার পিতা যখন বাড়ি থাকতেন তাঁর জায়গা ছিল তেতালার ঘরে।

১৪.২ আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুর বেলায়।

১৪.৩ হঠাৎ তাদের হাঁক পৌঁছত, যেখানে বালিশের উপর খোলাচুল এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকত বাড়ির বউ।

১৪.৪ বিছানার একখানা চাদর নিয়ে গা মুছে সহজ মানুষ হয়ে বসতুম।

১৪.৫ গরম বাতাস হু হু করে ছুটে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। 'কথা ও কাহিনী', 'সহজপাঠ', 'রাজর্ষি', 'ছেলেবেলা', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', ' হাস্যকৌতুক', 'ডাকঘর', 'গল্পগুচ্ছ'- সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে 'Song Offerings'- এর জন্যে। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা।

পাঠ্যাংশটি তাঁর 'ছেলেবেলা' বই থেকে নেওয়া হয়েছে ।

১৫.১ কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের বাড়িটি কী নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত?

১৫.২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটোদের জন্য লিখেছেন এমন দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১৫.৩ ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত কোন দুটি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন?

১৬. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১৬.১ বালক রবীন্দ্রনাথের প্রধান ছুটির দেশ কী ছিল?

১৬.২ তাঁর বাড়ির নীচতলায় বারান্দায় বসে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে কী কী দেখা যেত?

১৬.৩ পাঠ্যাংশে ' ওয়েসিস' এর প্রসঙ্গ কীভাবে রয়েছে?

১৬.৪ পাঠ্যাংশে রবীন্দ্রনাথের পিতার সম্পর্কে কী জানতে পারো?

১৬.৫ পিতার কলঘরের প্রতি ছোট্ট রবির আকর্ষণের কথা কী ভাবে জানা গেল?

১৬.৬ ছুটি শেষের দিকে এসে পৌঁছলে রবির মনের ভাব কেমন হতো?

১৬.৭ পাঠ্যাংশে কাকে, কেন বাংলাদেশের 'শিশু লিভিংস্টন' বলা হয়েছে?

১৬.৮ তুমি যখন আরও ছোটো ছিলে তখন তোমার দিন কীভাবে কাটত, তোমার চারপাশের প্রকৃতি কেমন ছিল তা লেখো ।

কার্তিক ঘোষ

মাঠ মানে ছুট

মাঠ মানে কী মজাই শুধু মাঠ মানে কী ছুটি...
মাঠ মানে কী অথই খুশির অগাধ লুটোপুটি!
মাঠ মানে কী হল্লা শুধুই মাঠ মানে কী হাসি...
মাঠ মানে কী ঘুম তাড়ানো মন হারানো বাঁশি!
মাঠ মানে কী নিকেল করা বিকেল আসা দিন,
মাঠ মানে কী নাচনা পায়ের বাজনা তাধিন ধিন!
মাঠ মানে তো সবুজ প্রাণের শাশ্বত এক দীপ—
মাঠ মানে ছুট এগিয়ে যাবার—পিপির পিপির পিপ।

ছুট মানে কী ছোটাই শুধু ছুট মানে কী আশা...
ছুট মানে কী শক্ত পায়ের পোক্ত কোনো ভাষা।
ছুট মানে কী সাহস শুধু ছুট মানে কী বাঁচা,
ছুট মানে কী ছোট্ট পাখির আগল ভাঙা খাঁচা!
ছুট মানে কী ছুটন্ত আর ফুটন্ত সব প্রাণে...
সাতটি সবুজ সমুদ্দুরের ঢেউকে ডেকে আনে!
ছুট মানে তো জীবন এবং ছুট মানে যে সোনা...
ছুট মানে কী ছুটেই দেখো—আর কিছু বলব না।।

হাতে কলমে

১. শূন্যস্থানে কবিতা থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে বসাও :

১.১ ‘মাঠ’ মানে শুধুই মজা / ছুটি / হল্লা / হাসি / খুশি নয়।

‘মাঠ’ মানে আসলে _____।

১.২ ‘ছুট’ মানে শুধুই সাহস / ঢেউ / ভাঙা / খাঁচা নয়।

‘ছুট’ মানে আসলে _____।

২. নিজের ভাষায় লেখো :

২.১ ‘মাঠ’ কথাটা শুনে তোমার চোখের সামনে যে ছবি ভেসে ওঠে তা লেখো।

২.২ ‘মাঠ’ এবং ‘শৈশব’-এর এক অদ্ভুত যোগ আছে — তোমার বন্ধুদের সঙ্গে বিকেলগুলো কীভাবে মাঠে খেলে বা গল্প করে কাটে, তার বর্ণনা দাও।

৩. বাক্য রচনা করো :

ছুটি, বাঁশি, বাজনা, ছুটন্ত, দীপ।

৪. ক্রিয়াটি বেছে নিয়ে আলাদা করে লেখো :

৪.১ মাঠে শিশুরা অগাধ খুশিতে লুটোপুটি খায়।

৪.২ ছুট মানে বুঝতে গেলে ছুটতে হবে।

৪.৩ আর কিছু বলব না।

৪.৪ ছুটি সাত সমুদ্দুরের ঢেউকে ডেকে আনে।

৪.৫ জীবনে আমি শুধু এগিয়ে যাব।

শব্দার্থ : নিকেল— ধাতুর প্রলেপ। শাশ্বত— চিরকালীন। আগল— দরজার খিল। পোক্ত— মজবুত। অথই— যেন তল নেই এমন গভীর। লুটোপুটি— গড়াগড়ি।

৫. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

ছুট, হাসি, দিন, শাশ্বত, আশা

৬. অর্থ লেখো :

অথই, হল্লা, নিকেল, আগল, পোক্ত

৭. সমার্থক শব্দ লেখো :

দিন, পা, সমুদ্র, ঘুম, শক্ত

৮. বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে লেখো :

হারানো বাঁশি, শাশ্বত দীপ, পোক্ত ভাষা, ভাঙা খাঁচা, সবুজ সমুদ্দুর ।

৯. কোনটি বেমানান তার নীচে দাগ দাও :

৯.১ মাঠ, ছুট, মজা, লুটোপুটি, বাড়ি।

৯.২ ছুটি, হাসি, বাঁশি, নাচ, পড়া।

৯.৩ আশা, বাঁচা, ছোটো, মজা, ঘুম।

৯.৪ পাখি, মাঠ, আকাশ, গাছ, সমুদ্র।

৯.৫ মজা, খুশি, হল্লা, নাচা, ভাঙা।

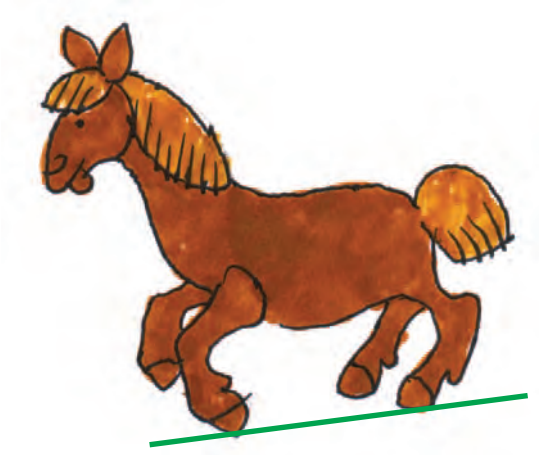

১০. বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

পু টো টি লু, দ্দু স মু র, ট ন্ত ফু, ত শ্ব শা, আ ল গ।

১১. এলোমেলো শব্দগুলিকে সাজিয়ে বাক্য গঠন করো .

১১.১ কী মানে পাখির ছোট্ট ভাঙা আগল খাঁচা ছুট

১১.২ আর বলব না কিছু ছুটেই কী দেখো ছুট মানে

১১.৩ শাশ্বত দীপ এক তো মাঠ মানে সবুজ প্রাণের

১১.৪ ঘুম তাড়ানো মন হারানো বাঁশি কী মাঠ মানে

১১.৫ ছুটি মানে কী মজাই শুধু মাঠ মানে মাঠ কী

১২. একই অর্থের অন্য শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

আনন্দ, গড়াগড়ি খাওয়া, চিৎকার-চেঁচামেচি, বংশী, চিরদিনের, বাঁধন, পিঞ্জর

১৩. এক কথায় প্রকাশ করো :

১৩.১ যা ছুটে চলেছে —

১৩.২ যা ফুটছে —

১৩.৩ যে ঘুমিয়ে আছে —

১৩.৪ যে নেচে চলেছে —

১৪. শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য দেখাও : দীপ/দ্বীপ, ভাষা/ভাসা, দীন/দিন

১৫. একই শব্দকে দু'বার বাক্যে ব্যবহার করে দেখাও, তাদের অর্থ একবার ব্যবহার করলে যা বোঝায় কী ভাবে বদলে গেল : ঘুম, খুশি, ভাঙা, সোনা, সবুজ।

কার্তিক ঘোষ (জন্ম ১৯৫০) : ছেলেবেলা কেটেছে হুগলি জেলায় আরামবাগে। ইস্কুল জীবন থেকে লেখালেখি শুরু। বিখ্যাত কবি ও ছড়াকার। উল্লেখযোগ্য বই 'একটা মেয়ে একা', 'হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম', 'আমার বন্ধু গাছ', 'দলমা পাহাড়ের দুলকি' 'এ কলকাতা সে কলকাতা', 'জুঁইফুলের রুমাল' প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ 'শ্রেষ্ঠ কিশোর কল্পবিজ্ঞান', 'সেরা রূপকথার গল্প', 'সেরা কিশোর অ্যাডভেঞ্চার' প্রভৃতি। ১৯৭৬-এ 'টুম্পুর জন্য ' লেখাটির জন্য 'সংসদ' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৯৩-এ পান শিশু সাহিত্য জাতীয় পুরস্কার। এছাড়াও পেয়েছেন 'তেপান্তর' ও 'সুনির্মল স্মৃতি পুরস্কার'।

১৬.১ কবি কার্তিক ঘোষের লেখা দুটি ছড়ার বইয়ের নাম লেখো।

১৬.২ তাঁর সম্পাদিত দুটি বইয়ের নাম করো।

১৬.৩ কোন বইয়ের জন্য তিনি 'সংসদ' পুরস্কারে সম্মানিত হন?

১৭. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১৭.১ কবি খুশির অবাধ লুটোপুটি কোথায় খুঁজে পান?

১৭.২ কোথায় গেলে কবি তাধিন তাধিন শব্দ শুনতে পান?

১৭.৩ ছুট মানে কী বুঝতে গেলে কী করতে হবে?

১৭.৪ 'নিকেল করা' বিকেলের আলো কবি কোথায় দেখতে পান?

১৭.৫ পাখির খাঁচার আগল ভাঙলে পাখি কী করে?

১৭.৬ কবির কাছে মাঠ বলতে যা বোঝায় তার যে কোনো তিনটি ভাবনা কবিতা থেকে বুঝে নিয়ে লেখো।

১৭.৭ ছুট অর্থে কবি যা যা বলেছেন তা (তিন-চারটি বাক্যে) লেখো।

১৭.৮ 'মাঠ' আর 'ছুট' তোমার কাছে কী অর্থ নিয়ে ধরা দেয় তা নিজের ভাষায় লেখো।

১৭.৯ তোমার দৃষ্টিতে আদর্শ মাঠটির চেহারা কেমন, তা একটি ছবি এঁকে বুঝিয়ে দাও।

পাহাড়িয়া বর্ষার সুরে

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয়। সেই হিমালয়ের পাদদেশে রয়েছে সবুজ বন যার পোশাকি নাম তরাই। সেই সবুজ বনের আঁচল নেমে এসেছে নীচের সমভূমি পর্যন্ত। বনের গা দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী তিস্তা, তোর্সা, রঙ্গিত...। এই নদী আর জঙ্গলের আঁকে বাঁকে মেচ, রাভা, গারো, লেপচা আর টোটোদের বাস। গোষ্ঠীগতভাবে বসবাস করলেও, গ্রামের আশেপাশের সমাজের লোকেদের সঙ্গেও রয়েছে এঁদের আত্মীয়তার সম্পর্ক। এঁদের প্রত্যেকের একটি করে নিজস্ব ভাষা আছে। সেই ভাষায় কত শত বছর ধরে রচিত হয়েছে এঁদের গল্প আর গান।

এই আদি জনগোষ্ঠীর উৎসব-পার্বণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গানের সুরে, নাচের ছন্দে। দল বেঁধে মাছ ধরতে যাওয়া রাভা গোষ্ঠীর জীবনে এক আনন্দময় পর্ব। সেই রকম এক মুহূর্তের গান —

ফৈ লৌগী ফৈ না রৌতিয়া,
  বৌসীর পিদান দিনৌয়ায়
চিকা পিদানায়
  লৌগী না লৌয়েয়া।
হাসাম নৌকচা চিকাওয়ায়,
  লৌগী না লৌয়েয়া —
কুরুয়া বা ক্রৌঙাইতা
  মাসা লাঙ্গা পুইমৌন
না সানি লামাইতারে
ইবাই মাঞ্চা হাওয়াই মানা
ফৈ লৌগী না লৌয়েয়া।

চল মাছ ধরি গিয়ে
নতুন বছরের নতুন জলে
ছাপিয়ে গিয়েছে নদীর কূল
জল থৈ থৈ মাঠ ঘাট
কুরুয়া পাখি উড়ে উড়ে কাঁদছে
বকেরা উড়ছে সার বেঁধে
মাছরাঙা বার বার ছোঁ মেরেও
পায়নি মাছ সে কি খাবে
এদিকে মাছ নেই তো ওদিকে চল।।

বৃষ্টি আসে কেমন করে, তা নিয়ে একটি প্রচলিত গল্প আছে লেপচাদের কথার ভাঁড়ারে। সেই গল্পটি এরকম:

একবার পৃথিবীতে খুব খরা হল। মানুষ, পশু, গাছপালা ধ্বংস হয়ে গেল। পৃথিবীর সব জন্তুরা এক হয়ে ভাবতে লাগল কীভাবে বৃষ্টি এনে পৃথিবীকে বাঁচানো যায়।

ব্যাঙ স্বেচ্ছায় বৃষ্টি আনার কাজে যুক্ত হল। সে ঠিক করল ভগবানের কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করবে কেন সে তার সৃষ্টিকে এত অবহেলা করছে।

একদিন সকালবেলা সে যাত্রা শুরু করল। ভগবান থাকে অনেক দূরে আর তার প্রাসাদে যাওয়ার রাস্তা অত্যন্ত ক্লান্তিকর। যাওয়ার পথে ব্যাঙের সাক্ষাৎ হল মৌমাছির সঙ্গে। সে ব্যাঙ-কে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে?' ব্যাঙ বলল, 'ভগবানের কাছে। বড় খরা হে।' মৌমাছি বলল, 'বেশ চলো, আমিও সঙ্গে চলি। খরায় আমরাও নাকাল। জল নেই, ফুলের আকাল, মধু পাব কোথায়!'

চলার পথে পরে দেখা হল মোরগের সঙ্গে। সে ব্যাঙের কাছে স্বর্গে যাওয়ার কথা শুনে রাগত স্বরে বলল, 'খরার ফলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দানা ছাড়া বাঁচব কী করে? চলো, আমিও যাব।'

এমন সময় গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি ক্ষুধার্ত বাঘের সঙ্গে দেখা। তারও একই প্রশ্ন, কোথায় যাচ্ছে তারা দল বেঁধে। তাকেও সব বুঝিয়ে বলল। সেই বাঘটিও তখন তাদের সঙ্গে যেতে এক পায়ে রাজি কারণ জীবজন্তুরা না খেয়ে মারা গেলে সে একা বেঁচে থাকতে পারবে না।

অবশেষে দীর্ঘ যাত্রা শেষে তারা ভগবানের প্রাসাদে পৌঁছল। দেখল সেখানে সবাই ব্যস্ত নানান ভোজ ও আনন্দ-উৎসবে। তাদের স্ত্রী ও মন্ত্রীদের মহানন্দ। ব্যাঙ বুঝতে পারল কেন রাজ্যে এত অভাব, এত কষ্ট।

রাগে উত্তেজিত হয়ে তারা গেল ভগবানের কাছে। তাদের দেখে ভগবান তার রক্ষীদের ডাকল। তখন মৌমাছিরা হুল ফোটাতে লাগল রক্ষীদের মুখে। বাঘ তাদের খেয়ে নেবে বলে ভয় দেখাল। এই সব গোলমালের মধ্যে মোরগও তার ডানা ঝাপটে ভয় দেখাচ্ছিল। তখন ভগবান তার মন্ত্রীদের ডাকল এবং তাদের গাফিলতির জন্য তিরস্কার করল।

এরপর তাদের জয়ের জন্য গর্বিত ব্যাঙ তখনই উল্লসিত হয়ে সরবে পুকুরে ফিরে গেল। তারপর থেকে যখনই ব্যাঙ ডাকে, তখনই বৃষ্টি নামে।

রাভা গানটি 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার 'জলপাইগুড়ি জেলা' সংখ্যার 'জলপাইগুড়ি জেলার বর্ণময় লোকসংস্কৃতি, নৃত্য ও গীত' নামক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। প্রবন্ধটির লেখক সুনীল পাল। এই গানটির তরজমাও করেছেন তিনি। উক্ত গানটির মূল পাঠ সংগ্রহ ও শব্দার্থ চয়নে সহযোগিতা করেছেন দয়চাঁদ রাভা। যিনি লোকসংস্কৃতির একজন বিশিষ্ট গবেষক ও একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। লেপচাদের মধ্যে প্রচলিত গল্পটির তরজমা করেছেন ঐন্দ্রিলা ভৌমিক।

১. নিজের ভাষায় লেখো :

১.১ পশ্চিমবঙ্গের যে-কোনো একটি পাহাড়ের নাম লেখো।

১.২ পাহাড়ের কথা বললেই কোন ছবি তোমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে?

১.৩ বর্ষায় মাছ ধরা নিয়ে তোমার অভিজ্ঞতার কথা কিংবা মাছ ধরা নিয়ে তোমার পড়া একটি গল্প বা ছড়া লেখো।

১.৪ বর্ষায় প্রকৃতির রূপ কেমন হয়? তোমার পাঠ্যবইতে বর্ষা নিয়ে আর কোন কোন লেখা রয়েছে?

২. বাক্য মেলাও :

ক	খ
চল মাছ ধরি গিয়ে	উড়ছে সার বেঁধে
মাছরাঙা বার বার	নতুন বছরের নতুন জলে
কুরুয়া পাখি	ছোঁ মেরেও পায়নি মাছ
বকেরা	নদীর কূল
ছাপিয়ে গিয়েছে	উড়ে উড়ে কাঁদছে

৩. প্রদত্ত সূত্র অনুসারে গানটি থেকে গল্প তৈরি করো :

নতুন বছরের নতুন জলে আনন্দ করে _____। বর্ষার এই সুন্দর প্রকৃতিতে _____। মাঠ ঘাট, কত পাখি, যেমন _____ তারা কেউ _____। একদিকে মাছ না পাওয়া গেলে _____।

৪. কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানে তুমি খুব হৈচৈ আনন্দ করেছ আর মজা পেয়েছ। কী কী করলে সেই দিন তা দিনলিপির আকারে খাতায় লেখো।

_____

_____।

৫. **মূল লেখাটা অন্য ভাষায়, কিন্তু নিজের ভাষায় তুমি পড়েছ আর দারুণ লেগেছে এমন দুটি লেখার নাম করো :**

_____

_____

৬. **একটি বৃষ্টির দিনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি লেখো।**

৭. **এমন একটি ছবি আঁকো, যার মধ্যে কবিতার এই জিনিসগুলো থাকবে :**
নদীর কূল, জল থৈথৈ মাঠ, বকের সারি, মাছরাঙা, ছেলেমেয়ের দল।

৮. **কথায় বলে 'মাছে-ভাতে বাঙালি'। সেই বাঙালির পরিচয় গানটিতে কীভাবে ফুটে উঠেছে?**

শব্দার্থ : খরা - অনাবৃষ্টি। প্রাসাদ - বড় বাড়ি। সাক্ষাৎ - দেখা। দানা - শস্যের কণা। গাফিলতি - উদাসীনতা। তিরস্কার - বকা। উল্লসিত - খুব খুশি। ফৈ - আসা। লীগী - সঙ্গী বা সহপাঠী। না - মাছ। না রীতিয়া/লীয়েয়া - মাছ ধরতে যাওয়া। পিদান - নতুন/নব। চিকা পিদানায় - মাঠ ভরতি জলে। হাসাম নীকচা চিকা - থৈ থৈ জল। ক্রীঙাইতা - ডাকছে বা কাঁদছে। পুইমীন - উড়ে উড়ে যাওয়া। সানি লামাইতারে - খাবার ইচ্ছে প্রকাশ করা। ইবায় - এদিকে। হাওয়াই - ওদিকে। মানা - সমর্থ। মাঞ্চা - অসমর্থ।

৮.১ বৃষ্টি কীভাবে প্রকৃতিকে বাঁচায়?

৮.২ 'খরা' বলতে কী বোঝায়?

৮.৩ অনাবৃষ্টির ফলে মানুষ, পশুপাখি, গাছপালার অবস্থা কেমন হয়েছিল?

৮.৪ ভগবানের প্রাসাদে পৌঁছে ব্যাঙ কী দেখল?

৮.৫ প্রাসাদের দৃশ্য দেখে ব্যাঙ রাগে উত্তেজিত হয়ে পড়ল কেন?

৮.৬ ভগবান ও তার রক্ষীরা মৌমাছি, বাঘ, মোরগের হাতে কীভাবে নাকাল হলো?

৮.৭ শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে 'বৃষ্টি' নিয়ে প্রচলিত দুটি ছড়া ও দুটি গল্প সংগ্রহ করো।

- টোটোদের দুটি গানের তরজমা নীচে দেওয়া হলো। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের কথা এই দুটি গানে ফুটে উঠেছে। সূর্য আর চাঁদের আলো অবাধে মানুষের উপর ঝরে পড়ুক—এই কামনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এই গানদুটি।

এক

দিন শেষ হলো, রাত শুরু হলো।
জ্যোৎস্নারাত।
রাত হলেও তেমন আঁধার নেই।
এই তো বেশ আছি।
চাঁদ যেন মেঘে ঢাকা না পড়ে...
কালো মেঘ যেন না আসে।।

দুই

ভোরের সূর্য উঠেছে,
অন্ধকার আর নেই।
ইসপা-র ইচ্ছায়—
এখন আমরা অবাধে
সব জায়গায় যেতে পারব।
এখন সবকিছুই দেখা যাচ্ছে।।

তরজমা—বিমলেন্দু মজুমদার

লিমেরিক

এডোয়ার্ড লিয়ার

এক

বললে বুড়ো, ‘বোঝো ব্যাপারখানা—
একটা মোরগ, চারটে শালিকছানা,
দুই রকমের হুতোমপ্যাঁচা
একটা বোধহয় হাঁড়িচাঁচা
দাড়ির মধ্যে বেঁধেছে আস্তানা।’

দুই

খুদে বাবু ফুল গাছে ব'সে যেন পক্ষী
মৌমাছি এসে বলে 'এ তো মহা ঝক্কি!
মধু খাব, সরে যাও!'
বাবু বলে 'চোপ রাও!
তুমি আছো বলে গাছে বসবে না লোক কি?'

লিমেরিক ও এডোয়ার্ড লিয়ার(১৮১২-১৮৮৮) : ছড়ার জগতে লিমেরিক নামটি এসেছে আয়ারল্যান্ডের লিমেরিক শহরের নাম অনুসরণে। যদিও লিয়ার লিমেরিকের স্রষ্টা কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে, তবু তিনি যে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেন তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাঁকা চোখে সমাজকে দেখতেন লিয়ার। ছড়াগুলি ছোটো আর সুন্দর হওয়ায় শিশুদের কাছে সেগুলি আজও সমান প্রিয়। পাঠ্যবইটিতে শুধুমাত্র মজা করে পড়ার জন্য সত্যজিৎ রায়ের 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' বই থেকে তিনটি লিমেরিক রাখা হয়েছে।

তিন

যেখানে যে বই আছে পাখি সম্বন্ধে
মন দিয়ে পড়ি সব সক্কাল-সন্ধে
আজ শেষ হবে পড়া, আর বই বাকি নেই
আপশোশ শুধু—এই তল্লাটে পাখি নেই।

তরজমা : **সত্যজিৎ রায়**

ঝড়

মৈত্রেয়ী দেবী

ওমা, সেদিন হাটের বারে, মাঠের ধারে—
করতে গেছি খেলা
—দুপুরবেলা,
এমন সময়, এলোমেলো
কোথা থেকে বাতাস এল!
হঠাৎ থেকে থেকে
অন্ধকারে সমস্ত দিক কেম্‌নে দিল ঢেকে!
বল্লে ওরা, ছুটে পালাই ঘর
ওই এসেছে ঝড়!
আমার যেন লাগল ভারী ভালো,
চেয়ে দেখি—আকাশখানা এক্কেবারে কালো।
কালো হ'ল বকুলতলা,
কালো চাঁপার বন,
কালো জলে দিয়ে পাড়ি
আসলো মাঝি তাড়াতাড়ি,
কেমন জানি করল আমার মন!

—ঝড় কারে মা কয়?
আমার মনে হয়,
কাদের যেন ছেলে,
কালির দোয়াত কেমন ক'রে হঠাৎ দিল ফেলে,
যেমন ক'রে কালি—
আমি তোমার মেঝের উপর ঢালি!

হাসল কোমল ঠোঁটটি মেলে
ভীষণ কেমন আগুন জ্বেলে
আকাশ বারে বারে,
আবার বুঝি ঘুরে ঘুরে
পালিয়ে গেল অনেক দূরে—
সাত সাগরের পারে।

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ পশ্চিমবঙ্গে কালবৈশাখী যে ঋতুতে হয় — (গ্রীষ্ম / বর্ষা / শরৎ / শীত)।

১.২ দিনের যে সময়ে কালবৈশাখী ঝড় আসে (সকাল / দুপুর / বিকেল / রাত)।

১.৩ যখন ঝড় ওঠে, তখন আকাশ থাকে (কালো / লাল / নীল / সাদা)।

১.৪ গ্রীষ্মের একটি ফুল হল (গাঁদা / গন্ধরাজ / চাঁপা / পদ্ম)।

শব্দার্থ : হাট— সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে বসা বাজার। দোয়াত— লেখার কালি রাখার পাত্র।

২. 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক	খ
মাঝি	চম্পক
ঝড়	সমুদ্র
সাগর	নাইয়া
চাঁপা	অগোছালো
এলোমেলো	প্রবল হাওয়া

৩. 'চেয়ে' ও 'ভারী' শব্দদুটিকে দুটি আলাদা আলাদা অর্থে বাক্যে ব্যবহার করো :

৪. বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে লেখো :

এলোমেলো বাতাস, চাঁপার বন, কালো জল, কালির দোয়াত, কোমল ঠোঁট।

৫. ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও :

৫.১ কোথা থেকে বাতাস এল।

৫.২ আসলো মাঝি তাড়াতাড়ি।

৫.৩ আমি তোমার মেঝের উপর ঢালি।

৫.৪ পালিয়ে গেল অনেক দূরে।

৫.৫ চেয়ে দেখি আকাশখানা এক্কেবারে কালো।

৬. **কোনটি বেমানান, তার নীচে দাগ দাও :**

৬.১ হাটবার, মাঠের ধার, দুপুরবেলা, ঝড়, কালি।

৬.২ কালো আকাশ, বকুলতলা, চাঁপার বন, কালো জল, হাটবার।

৬.৩ ছেলে, কালির দোয়াত, মেঝে, ফেলে দেওয়া কালি, মাঠের ধার।

৬.৪ আকাশ, বিদ্যুৎ, ঝড়, সাত সমুদ্র, কালির দোয়াত।

৬.৫ বাতাস, মাঝি, ঝড়, জল, ঘর।

৭. **'অন্ধকার' শব্দটির মতো 'ন্ধ্' এর প্রয়োগ আছে, এমন পাঁচটি শব্দ তৈরি করো :**

৮. **এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :**

লো লো এ মে, না কা আ শ খা, ড়া ড়ি তা তা, কে ক্কে বা এ, লা কু ত ব ল।

৯. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৯.১ আকাশখানা _____ কালো।

৯.২ আসলো মাঝি _____ ।

৯.৩ আমার যেন লাগল _____ ভালো।

৯.৪ হাসল _____ ঠোঁট মেলে।

৯.৫ কালির দোয়াত কেমন করে _____ ।

১০. **বাক্য রচনা করো :**

হাট, ভালো, সময়, পাড়ি, ভীষণ।

১১. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

এলোমেলো, তাড়াতাড়ি, কোমল, জ্বেলে, দূরে।

১২. **প্রদত্ত সূত্র অনুসারে একটি গল্প তৈরি করো :**

তুমি একা — বিরাট মাঠ — আকাশে ঘন মেঘ — গাছের পাতা নড়ছে না — ঝড় এল — প্রবল বৃষ্টি — কোথাও আশ্রয় নিলে — ঝড় থামলে রাতে বাড়ি ফিরলে।

১৩. 'কোমল' ও 'কমল' শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য বাক্য রচনা করে বুঝিয়ে দাও।

১৪. কোনটি কোন শ্রেণির বাক্য লেখো :

১৪.১ ওই এসেছে ঝড় !

১৪.২ ঝড় কারে মা কয় ?

১৪.৩ কেমন জানি করল আমার মন !

১৪.৪ চেয়ে দেখি - আকাশখানা এক্কেবারে কালো।

১৪.৫ পালিয়ে গেল অনেক দূরে — সাত সাগরের পার।

মৈত্রেয়ী দেবী (১৯১৪-১৯৯০) : রবীন্দ্রজীবনের কথাকার, খ্যাতনামা লেখিকা ও সমাজসেবিকা ছিলেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'উদিতা'। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই গ্রন্থ 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', 'স্বর্গের কাছাকাছি', 'ন হন্যতে' ইত্যাদি। ১৯৭৭ সালে তিনি পদ্মশ্রী উপাধি পান।

১৫.১ মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১৫.২ তিনি কত সালে 'পদ্মশ্রী' উপাধি পান ?

১৬. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১৬.১ কবিতায় শিশুর দল ছুটে চলে যেতে চেয়েছিল কেন ?

১৬.২ দুপুরবেলা চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল কেন ?

১৬.৩ 'পালিয়ে গেল অনেক দূরে'—কে পালিয়ে গেল ? পালিয়ে সে কোথায় গেল ?

১৬.৪ ঝড়ের সঙ্গে শিশুর মনে কীসের তুলনা কবিতায় ধরা পড়েছে ?

১৬.৫ 'ঝড়'-এর বর্ণনা দিতে 'মেঘ করে আসা' আর 'বিদ্যুৎ চমকানো'র কথা কবিতায় কোন কোন পঙ্‌ক্তিতে ফুটে উঠেছে ?

১৬.৬ ঝড়ের সময় নদী বা সমুদ্রে থাকলে কী ধরনের বিপদ ঘটতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?

১৬.৭ সাতটি সাগরের নাম তোমার শিক্ষকের থেকে জেনে নিয়ে খাতায় লেখো।

১৬.৮ কোনো একটি দিনে তোমার ঝড় দেখার কথা বন্ধুকে একটি চিঠি লিখে জানাও।

১৬.৯ ঝড়ের প্রকৃতির একটি ছবি আঁকো।

মধু আনতে বাঘের মুখে

শিবশঙ্কর মিত্র

বনে যাওয়ার কথায় আর্জান এক পা। পেটপুরে নাস্তা খেয়ে বনে মধু কাটার জন্য তৈরি হলো। ধনাই, আর্জান ও কফিল। মধু কাটতে তিনজন লোক চাই। একজন চট মুড়ি দিয়ে গাছে উঠে কাস্তে দিয়ে চাক কাটে। আর একজন লম্বা কাঁচা বাঁশের মাথায় মশাল জ্বেলে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়ায়। আর তৃতীয় জন একটা বড়ো ধামা হাতে চাকের নীচে দাঁড়ায় — যাতে চাক কাটা শুরু হলে সেগুলি মাটিতে না-পড়ে ধামার মধ্যেই পড়ে। যে-সে কিন্তু মৌচাক কাটতে পারে না। লোকে বলে, মন্ত্র জানা চাই। মন্ত্র দিয়ে মৌমাছিকে ভুল পথে চালিত করতে হয়। তা না হলে, একবার শত্রুর খোঁজ পেলে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি ছেঁকে ধরে তাকে কামড়ে শেষ করে দেবে। ধনাই মন্ত্র জানে। সে নিজে তা-ই বলে, কিন্তু লোকে তা বিশ্বাস করে না। তারা ভাবে ধনাই-মামু গোঁয়ার, তাই গোঁয়ার্তুমি করেই মধু কাটে। দলের সঙ্গে একটা কলসও থাকে। এক একটা চাক কাটা হলে, মধু ঝেড়ে ঝেড়ে তাতে বোঝাই করা হয়।

মধুর চাক খুঁজতে খুঁজতে গভীর বনে কোথায় গিয়ে হাজির হতে হবে, তার কোনো ঠিকানা নেই।

শীতের শেষে সুন্দরবনে নানা গাছে ফুল ধরেছে। গরান গাছের ছোটো ছোটো ফুল। হলদে রং।

সকাল থেকে ফুলের গন্ধে, হলুদ রঙে আর মৌমাছির গুঞ্জনে বন মেতে উঠেছে। ঝিরঝিরে বসন্তের হাওয়ায় ওদের তিনজনের মনে স্ফূর্তি আর ধরে না।

ডিঙি করে অনেক দূর বনের ভিতর গিয়ে তিনজনে ডাঙায় উঠেছে। মনের আনন্দে একটার পর একটা মধুর চাক কেটে চলেছে। মধুতে কলস প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। মধুর চাক পেলে অবশ্য তিন জনের কাজ ভাগ করাই আছে। কিন্তু তার আগে সবাইকে চাক খুঁজে বেড়াতে হয়। চাক খুঁজবার পন্থা হলো, মৌমাছি ফুল থেকে মধু নিয়ে কোনদিকে ছুটে চলেছে, তা লক্ষ করা এবং তার পিছু পিছু সেদিকে যাওয়া। এইভাবে খুঁজতে গিয়ে তিনজনের প্রায়ই একত্রে থাকা সম্ভব হয় না। এদিক- ওদিক ছিটকে পড়তেই হয়।

তখন তিনজনে এগিয়ে চলেছে প্রায় এক লাইনে। ধনাই সবার আগে। বাঁ-হাতে কাস্তে আর চট। মাথায় মধুর কলসটা। আর ডান হাতে একটা মোটা লাঠি। সারা বনে শূলো। শূলো ডিঙিয়ে তার ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলতে গিয়ে হোঁচট খাবার সম্ভাবনা। হয়তো তাতে কলসটা পড়ে যেতে পারে। তাই হোঁচট সামলাবার জন্য ধনাই একখানা লাঠি নিয়েছে।

সামনে একটা 'ট্যাক্'। দুটো ছোটো নদী মিশবার ফলে একটা ত্রিভুজ খণ্ড তৈরি হয়েছে। এই ধরনের ত্রিভুজ আকারের জমির মাথা 'ট্যাক্' বলেই পরিচিত।

ট্যাকের দিকে সামনেই একটা গরান গাছ; তার ওপাশে হেঁদো বনের ঝোপ। গরান গাছে মধুর চাক দেখে ধনাই ওদের দিকে চিৎকার করে বলল, — আরে! আর একটা চাক পেয়েছি। বলেই একবার সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

দিয়ে পরমুহূর্তে বলল, — না-রে! এতে মধু নেই।

ট্যাকের মাথার দিকে আর না এগিয়ে ধনাই বাঁ হাতে সোজা পথ ধরল। এর মাঝে কফিল ও আর্জান এসে পড়েছে। আর্জান বিশ্বাস করতে চায় না। বলল, ধনাই-মামু বললে কী হবে! মধু হলেও হতে পারে।—বলেই আর্জান এক থাবা কাদা তুলে গোল করে পাকিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল চাক লক্ষ করে।

মাটির তাল চাকের কোণে লেগে ঝপ্ করে পড়ল হেঁদো বনের ঝোপে। মধু পড়ল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা মৌমাছি ওদের দিকে তাড়া করল। ওরা পিছনে ছুটে একটা ঝোপের আড়ালে পালাল।

এদিকে ধনাই খানিকটা এগিয়ে এসেছে। তার সামনে তিন-চার হাত চওড়া একটা 'শিষে' — ছোটো সরু খাদ। কলস মাথায় নিয়ে কী করে লাফ দিয়ে এ শিষে পার হবে, তাই তার সমস্যা। তার দীর্ঘ লাঠিখানা সাঁকোর মতো করে এপার-ওপার ফেলে দিল। এবার সামনের বাঁশের মতো সরু তব্‌লা গাছটা ধরে শিষে পার হবার জন্য তৈরি হয়েছে। পার হয়েই সে কফিল ও আর্জানকে ডেকে বলবে, এমনি করেই পার হবার জন্য। কিন্তু ওদের সাড়া পাচ্ছে না কেন? ভেবেই সে একবার পিছনে তাকাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু তাকাবার অবকাশ ধনাই পেল না। বিকট হুঙ্কারে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। সে হুঙ্কারে বন কেঁপে উঠল থরথর করে। আর্জান ও কফিল ঝোপের আড়ালে হতভম্ব। তাদের কথা বলার শক্তি নেই। নড়বারও কোনো শক্তি রইল না — পালাবারও না এগুবারও না।

এদিকে ধনাইকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিলেও বাঘ গিয়ে পড়ল সেই তব্‌লা গাছের উপর — যে গাছটা ধরে ধনাই শিষে পার হতে চেয়েছিল। ধনাইকে ডিঙিয়ে বাঘের মাথা ওই গাছটাতে ঠোক্কর খেল দুর্দান্ত বেগে। মাথায় আঘাত খেয়ে বাঘ উলটে গিয়ে ধপাস করে পড়ল 'শিষের' ভিতর।

তব্‌লা গাছটা বাঘের থাবা থেকে ধনাইকে বাঁচাল বটে, কিন্তু তাকে বাঘের লেজের বাড়ি খেতে হল সপাং করে। লেজের বাড়িতে তার মাথার মধুর কলস পড়ে গেল। বাঘও পড়ল 'শিষের' গর্তের ভিতর। কলসও ভেঙে পড়ল তার মাথার উপর। বাঘের সারা মুখে নাকে চোখে ছিটকে পড়ল মধু।... আর মুখে মধু পড়তেই বাঘ চোখমুখ কুঁচকে বেজায় ফ্যোঁৎ ফ্যোঁৎ করতে লাগল।

হাতে কলমে

১. **জেনে নিয়ে করো :**

১.১ সুন্দরবনের যে অংশ পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে, তা কোন দুটি জেলায়, মানচিত্র থেকে খুঁজে বের করো।

১.২ সুন্দরবন অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে যে যে নদী বয়ে গেছে, তাদের নামগুলি লেখো।

১.৩ পৃথিবার বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চলটি কোন সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত তা মানচিত্র থেকে খুঁজে বের করো।

১.৪ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য শিক্ষকের থেকে জেনে নিয়ে লেখো।

২. **গল্প থেকে তথ্য নিয়ে বাক্যগুলি পূর্ণ করো :**

_____ মধু কাটতে গিয়েছিল _____ _____ আর _____। মধু কাটতে _____ _____ চাই। তিনজনের কাজ হলো _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____। বাঘ _____ কে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু সে নিজেই _____ _____ 'শিষের' ভিতর। _____ কলস _____ মাথার উপর। _____ সারা মুখে _____ _____ ছিটকে পড়ল।

৩. **এদের মধ্যে যে যে কাজটা করত :**

ধনাই :————————

আর্জান :————————

কফিল :————————

শব্দার্থ : এক পা — সবসময় তৈরি। নাস্তা— জলখাবার। চট — পাটের সুতো থেকে তৈরি মোটা কাপড়। ধামা — শস্য রাখা বা মাপার জন্য তৈরি বেতের ঝুড়ি। গোঁয়ার — জেদি। স্ফূর্তি — আনন্দ। ডিঙি — ছোটো হালকা নৌকা। পন্থা — উপায়। একত্রে — একসঙ্গে। শূলো— শ্বাসমূল। তীক্ষ্ণ — খুব ধারালো। সাঁকো — সেতু। হতভম্ব — বুদ্ধি ঘুলিয়ে গেছে এমন। দুর্দান্ত — ভয়ংকর।

৪. **অর্থ লেখো :**

ধামা, গোঁয়ার্তুমি, চট, হাজির, ঝিরঝিরে।

৫. **বাক্য রচনা করো :**

নাস্তা, মৌচাক, রং, স্ফূর্তি, কলস।

৬. **কোনটি কোন ধরনের শব্দ তা শব্দঝুড়ি থেকে বেছে নিয়ে লেখো :**

বিশেষ্য	বিশেষণ	সর্বনাম	অব্যয়	ক্রিয়া

এক, কাটে, আর, ভুল, পথ, বিশ্বাস, গোঁয়ার, বোঝাই, গভীর, সকাল, ডাঙা, সরু, তাড়ায়, তার, চিৎকার, মারল, সে, ওদের, ছোটো, কিন্তু, ও, বেজায়, শক্তি, নিয়েছে।

৭. **নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

কাঁচা, ভর্তি, তীক্ষ্ণ, দীর্ঘ, বোঝাই।

৮. **সমার্থক শব্দ লেখো :**

মৌমাছি, বাঘ, ফুল, বন, মাটি।

৯. **নীচের ঝুড়িতে বেশ কিছু বন্যপ্রাণীর নাম দেওয়া রয়েছে। আমাদের সুন্দরবনে এদের মধ্যে কার কার দেখা মেলে :**

কুমির, গন্ডার, সিংহ, জিরাফ, ভাল্লুক, হরিণ, জেব্রা, ক্যাঙারু, জলহস্তী, লালপান্ডা, হাতি, কচ্ছপ, বুনোমহিষ, শিয়াল, কাঁকড়া, বাঁদর, সাপ, শজারু, শূকর, হায়না, ওরাংওটাং, গোরিলা, রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

কয়েকটা কথা :

বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে বিস্তৃত অংশ জুড়ে অবস্থিত সুন্দরবন। বিরল জীববৈচিত্র্য, বিচিত্র গাছগাছালি, নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি, নদী-খাঁড়ি-জলপথ, সর্বোপরি রাজকীয় বাংলার বাঘ সুন্দরবনের ঐতিহ্য। প্রাকৃতিক ভাবে গড়ে ওঠা ও সংরক্ষিত অবস্থায় টিকে থাকা পৃথিবীর একক-বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও অভয়ারণ্যের অনন্য দৃষ্টান্ত সুন্দরবন। এ কারণে জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরিষদ (UNESCO) ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর সুন্দরবনকে 'World Heritage' বা 'বিশ্ব ঐতিহ্য' বলে ঘোষণা করে। পশ্চিমবাংলার দক্ষিণপ্রান্তে বঙ্গোপসাগরের পাড়ে এই অরণ্যের অজস্র জলাভূমি ও মোহনা পরিযায়ী পাখির বিচরণক্ষেত্র। পর্যটন, বিজ্ঞান, গবেষণা, তথ্য ও তত্ত্বের ভান্ডার এই ঐতিহ্যবাহী অরণ্যভূমি আমাদের গর্ব। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতার অভাব আর চিরসঙ্গী দারিদ্র্যের কারণে বিপন্ন হয়ে পড়ছে সুন্দরবন ও তার জীববৈচিত্র্য।

সুন্দরবনের সুমিষ্ট মধু বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। এপ্রিল আর মে মাস সুন্দরবনের মধু সংগ্রহের সেরা সময়। যারা এই মধু সংগ্রহ করে, তাদের মউলি বলে। সুন্দরবনে খলসি, গেওয়া, কেওড়া, গরান ইত্যাদি গাছে মৌচাক দেখা যায়। সেখান থেকে মউলিরা মধু ও মোম সংগ্রহ করেন, যার দ্বারা তাঁদের জীবিকা নির্বাহ হয়।

১০. ১ পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল কোথায় রয়েছে?

১০. ২ সুন্দরবনের খ্যাতি ও সমাদরের দুটি কারণ লেখো।

১০. ৩ কোন কোন গাছে সাধারণত মৌচাক দেখা যায়?

১১. 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক	খ
মধু	জলখাবার
নাস্তা	মৌচাক
কাস্তে	ছোটো নৌকা
ডিঙি	কাটারি
শিষে	সেতু
সাঁকো	ছোটো সরু খাদ

১২. গল্পের ঘটনাগুলি ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখো :

১২.১ মনের আনন্দে একটার পর একটা মধুর চাক কেটে চলেছে।

১২.২ আর্জান এক থাবা কাদা তুলে গোল করে পাকিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল চাক লক্ষ করে।

১২.৩ পেটপুরে নাস্তা খেয়ে বনে মধু কাটার জন্য তৈরি হল।

১২.৪ কয়েকটা মৌমাছি ওদের দিকে তাড়া করল।

১২.৫ ডিঙি করে অনেক দূর বনের ভিতর গিয়ে তিনজনে ডাঙায় উঠেছে।

শিবশঙ্কর মিত্র (১৯০৯-১৯৯২) : বাংলাদেশের খুলনা জেলার বেলফুলি গ্রামে জন্ম। বহু বই লিখেছেন। তার লেখার বিশেষ প্রিয় বিষয় 'সুন্দরবন'। তিনি সেখানে গিয়ে বহু সময়ও কাটিয়েছেন। তাঁর 'সুন্দরবন' বইটির জন্য ভারতসরকার ১৯৬২ সালে তাঁকে শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যের পুরস্কার দেন। 'সুন্দরবন' নিয়ে লেখা তার অন্যান্য বই- 'সুন্দরবনের আর্জান সর্দার', 'বনবিবি', 'বিচিত্র এই সুন্দরবন', 'রয়েল বেঙ্গলের আত্মকথা' ইত্যাদি।

পাঠ্যাংশটি তাঁর 'সুন্দরবন সমগ্র' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

১৩.১ শিবশঙ্কর মিত্রের লেখালিখির প্রিয় বিষয় কোনটি?

১৩.২ কোন বইয়ের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যের পুরস্কার পান?

১৩.৩ সুন্দরবনকে নিয়ে লেখা তাঁর দুটি বইয়ের নাম লেখো।

১৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১৪.১ বসন্তকালে সুন্দরবনের দৃশ্যটি কেমন তা নিজের ভাষায় পাঁচটি বাক্যে লেখো।

১৪.২ যদি তুমি কখনও সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করতে যাও, তবে কাকে কাকে সঙ্গে নেবে? জিনিসপত্রই বা কী কী নিয়ে যাবে?

১৪.৩ 'বাংলার বাঘ' নামে কে পরিচিত?

১৪.৪ 'বাঘাযতীন' নামে কে পরিচিত?

১৪.৫ 'সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করতে যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ'। —এই বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো।

১৪.৬ ধনাই কীসের মন্ত্র জানে?

১৪.৭ গরান গাছের ফুল দেখতে কেমন?

১৪.৮ ডিঙি করে মধু সংগ্রহ করতে কে কে গিয়েছিল?

১৪.৯ টীকা লেখো — 'ট্যাক্', 'শিষে'।

১৪.১০ মধুর চাক খুঁজে পাওয়ার পন্থাটি কী?

১৪.১১ কফিল ও আর্জানকে পেছনে ফিরে ডাকার সময় ধনাই কী দেখেছিল?

১৪.১২ বাঘটা শিষের ভিতর পড়ে গেল কীভাবে?

১৪.১৩ ধনাই কীভাবে বাঘের হাত থেকে বেঁচে গেল?

মায়াতরু

অশোকবিজয় রাহা

এক যে ছিল গাছ,
সন্ধে হলেই দু হাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে চাঁদ উঠত যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত সে গর্‌গর্‌
বিষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠত হেসে
কোথায় বা সেই ভালুক গেল, কোথায় বা সেই গাছ,
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।
ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হতো কী যে
ভেবে পাই নে নিজে,
সকাল হলো যেই,
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকিরমিকির আলোর
রূপালি এক ঝালর।